ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 January, 2021 ■ আগরতলা, ৯ জানুয়ারী ২০২১ ইং ■ ২৪ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনার টিকাকরণ নিয়ে সোমবার সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি. স.)।। করোনার জোড়া টিকা সরকারি ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছে। আগামী সপ্তাহ থেকেই খুব সম্ভবত কোভিড টিকাকরণ শুরু হবে দেশে। শুক্রবার দ্বিতীয় ড্রাই রানের পর সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন।

এবার সেই প্রক্রিয়ার আগে সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার, ১১ জানুয়ারি, বিকেলে দেশের সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সূত্রের খবর, আমজনতার কাছে ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি নিয়েই আলোচনা হবে সেই বৈঠকে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত বৈঠকে বলেছিলেন যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই টিকা আসবে। সেই প্রতিশ্রুতিমতোই দুটি করোনা টিকাকে ছাড়পত্র দিয়েছে সরকার। সেগুলি হল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কোভশিল্ডি ও ভারত বায়োটেকের কোভ্যাক্সিন। এদিকে সারা দেশে চলছে করোনার দ্বিতীয় ড্রাই রান। এই অবস্থায় সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার, বিকেল চারটের সময় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কোভিড পরিস্থিতি ও করোনা টিকা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বৈঠক করবেন।

সূত্রের খবর, একই সঙ্গে টিকা বণ্টন ও টিকাকরণের প্রক্রিয়া নিয়ে নানান খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা হবে। ড্রাইরানে অনেক জায়গায় ইন্টারনেট পরিষেবার সমস্যার বিষয়টি উঠে এসেছে। স্বাস্থ্যকর্মীদের টিকা দেওয়ার পর অ্যাপে ডেটাটি ইনপুট করতে হবে। কিন্তু বিহার, উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে ইন্টারনেট নিয়ে সমস্যা হয়েছে। সেই নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। টিকার কোনও পার্শপ্রতিক্রিয়া হলে কীভাবে পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করা হবে, সেটিও আলোচনায় উঠতে পারে বলে মনে হচ্ছে। ভারতে করোনার তেজ এখন অনেকটাই স্তিমিত। প্রতিদিনই কমছে অ্যাক্টিভ কেসের সংখ্যা। তবে তারমধ্যেও করোনাই ব্রিটিশ স্ট্রেন নিয়ে সতর্ক কেন্দ্র ও সব রাজ্য।

এদিকে, তৃতীয় ধাপের ট্রায়ালের ফলাফলের আগেই কী করে কোভ্যাক্সিনকে ছাড় পত্র দেওয়া হয়েছে, সেই নিয়ে সোচ্চার হয়েছে বিরোধীরা। যাবতীয় অভিযোগ যদিও খণ্ডন করে দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন। তবে এই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতে করোনার নতুন স্ট্রেনে সংক্রমিত বেড়ে ৮২ ঃ স্বাস্থ্য মন্ত্রক

অষ্টম রাউন্ডের বৈঠকও নিষ্ফলা কৃষক-কেন্দ্র ফের আলোচনা ১৫ই

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.)।। কৃষি আইন নিয়ে কৃষকদের প্রতিনিধি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে অষ্টম রাউন্ডের বৈঠকেও কোনও সমাধান সূত্র মিলল না। আগের সাত-বারের মতো শুক্রবারের বৈঠকও নিষ্ফলা, ফলে কেন্দ্রীয় সরকার এবং কৃষকদের সংগঠনের মধ্যে ফের বৈঠক হবে।

নবম রাউন্ডের বৈঠকের দিন ঠিক হয়েছে আগামী শুক্রবার, ১৫ জানুয়ারি। অষ্টম রাউন্ডের বৈঠকে এদিন একজন কৃষক নেতা কাগজে লিখে জানান, ''আমরা জয়ী হবে, অথবা মারা যাব।'' অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে শেষ দেখে ছাড়বেন অন্নদাতারা।

শুক্রবার দুপুরে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে কৃষকদের প্রতিনিধি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে শুরু হয় অষ্টম রাউন্ডের বৈঠক। এদিনের বৈঠকে কৃষকদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ গোয়েল। বৈঠকের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গেও বৈঠক করেন কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চব্বিশ ঘন্টায় আরও দু'জনের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/তেলিয়ামুড়া, ৮ জানুয়ারি।। পৃথক স্থানে দুজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হল। একজন যুবক, অপরজন বৃদ্ধা। দুটি ঘটনারই পুলিশ মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। দুজনেরই ফাঁসিতে জুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন অরুন্ধতী নগর থানা এলাকার দীনদয়াল আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত যুবকের নাম তাপস দাস। পেশায় ক্যাটারার। মাত্র কুড়ি দিন আগে বিয়ে করে ওই যুবক। বিয়ের কুড়ি দিনের মাথায় ফাঁসিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে সে। ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে তাপস দাস নামে ওই যুবক গতকাল রাতে ক্যাটারার এর কাজ করতে একটি বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিল। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ তার স্ত্রী পায়েল দেবনাথ তাকে ফোন করে বাড়িতে আসার জন্য। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। রাত ২টা নাগাদ সে বাড়িতে আসে। বাড়িতে আসার পর ও তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। কিছুক্ষণ বাদেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বিষয়টি নববধূ পায়েল দেবনাথ বাড়ির অন্যান্যদের ডেকে ঘুম থেকে তোলে জানায়।

পরিবারের লোকজন তাকে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে দেখে সে ফাঁসিতে ঝুলে রয়েছে। মৃত স্ত্রী পায়েল দেবনাথ জানায় মাত্র ২০ দিন আগে ভালোবেসে তাদের দুজনের বিয়ে হয়েছে। পায়েলের বাপের বাড়ির লোকজনরা এই সম্পর্ক এখনো মেনে নেননি। তাপসের হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর তিনদিন অন্যান্য জায়গায় কাটিয়ে স্বামীগৃহে আসে পায়েল। পায়েল জানায় তার স্বামী তাপস মদ্যপান করত। তবে তাকে বিয়ে করে ঘরে আনার পর নেশার কবল থেকে অনেকটাই মুক্ত হয়েছিল সে।সামান্য কথা কাটাকাটি কে কেন্দ্র করে তাঁর স্বামী এ ধরনের ঘটনা সংগঠিত করবে সে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। বিয়ের মাত্র কয়েকদিনের মাথায় নবপরিণীতা স্বামীহারা হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গভীর নলকূপের উদ্বোধন করতে রাজ্যে আসছেন জলশক্তি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। আগামী ১২ জানুয়ারি মোহনপুর ব্লকের বিজয়নগর পা'য়েতের লালটিলা ও দক্ষিণ বিজয়নগরে দু'টি গভীর নলকূপের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। পাশাপাশি এদিন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ১৮টি গভীর নলকূপেরও উদ্বোদন করা হবে। এ উপলক্ষ্যে তারাপুর হাইস্কুল মাঠে এক সভা অনুষ্ঠিত হবে।

পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ও শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। এই অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গীনভাবে সফল করার লক্ষ্যে আজ মোহনপুর পুর পরিষদের অফিস প্রাঙ্গণে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

সভায় ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি জয়লাল দাস, লেফুঙ্গা ব্লকের বিএসি চেয়ারম্যান রনবীর দেববর্মা, মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য মিঠুন চক্রবর্তী, মোহনপুর পুর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন মতিলাল দাস, বিভিন্ন পা'য়েতের প্রধানগণ, মোহনপুরের মহকুমা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বের সাথে বৈঠক প্রভারীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে রাজ্যের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন বিজেপির রজ্য প্রভারি বিনোদন সোনকর। শুক্রবার সকালে বিজেপির রাজ্য সদর কার্যালয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, পূর্ব ত্রিপুরা আসনের সাংসদ ত্রিপুরা ,সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা বলেন ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন।ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের

রণকৌশল চড়ান্ত করার লক্ষ্যেই রাজ্য প্রভারীর উপস্থিতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন রাজ্যের জেলা পরিষদ নির্বাচনকে বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেমিফাইনাল হিসেবেই মনে করা হয়।সে দিক থেকে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।এবারের ত্রিপুরা স্ব-শাসিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লন্ডন থেকে ২৫৬ জন যাত্রী নিয়ে ফিরল বিমান নয়া স্ট্রেনের আতঙ্ক !

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.)।। করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি (স্ট্রেন) নিয়ে এমনিতেই আতঙ্ক বিরাজমান ভারতে। এমতাবস্থায় লন্ডন থেকে ২৫৬ জন যাত্রীকে নিয়ে দিল্লিতে এল বিমান। শুক্রবারই ব্রিটেন থেকে ভারতে যাত্রীবাহী বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে ভারত সরকার। যদিও, ভারত থেকে ব্রিটেনে বিমান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে ৬ জানুয়ারি থেকে। বিমান চলাচল স্বাভাবিক হওয়ায় শুক্রবার লন্ডন থেকে ২৫৬ জন যাত্রীকে নিয়ে দিল্লিতে এসে পৌঁছেছে বিমান।

করোনার নতুন স্ট্রেন নিয়ে ব্রিটেনের নাজেহাল অবস্থা। নতুন করে লকডাউন চলছে সেখানে। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটেন থেকে যাত্রীদের দিল্লি ফেরায় আতঙ্ক ছড়াচ্ছে ভারতে। দিল্লিতে ইতিমধ্যেই নতুন করোনা স্ট্রেন-এর ১৩ জনের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। অন্যদিকে, ভারতে ওই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮২। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে বিমান চলাচল স্বাভাবিক হওয়ায় ভারত সরকারের সিদ্ধান্তে অনেকেই অখুশি। উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

১৫ দফা দাবিতে সিটুর উদ্যোগে রাজ্য প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ১৫ দফা দাবিতে সিআই টি ইউর উদ্যোগে শুক্রবার রাজ্য প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংগঠত করা হয়। এদিন অফিসের স্থিত রাজ্য কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়।মিছিলটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কাঁসারি পট্টি স্থিতিকারী কার্যালয়ের সামনে এসে সমবেত হয়।এখান থেকে সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল কমিশনারের অফিসে গিয়ে কমিশনের উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

শ্রম কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিলে শামিল হয়ে সিটুর রাজ্য

সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমনীতির তীব্র সমালোচনা করেন। ন্যাশনাল পেনশন স্কিম বাতিল করে পুরানো বহাল রাখতে তিনি জোরালো দাবি জানান। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বধূ হত্যার অভিযোগে দোষি সাব্যস্ত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। বধূ হত্যার দায়ে সমীর মুণ্ডা নামে এক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করলো পশ্চিম জেলার ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ২০১৪ সালে সিধাইথানার অন্তর্গত আমগাছিয়া এলাকায় সমীর মুণ্ডা তার দুই ছেলের অনুপস্থিতিতে রাতের বেলায় স্ত্রী পঞ্চমী মুণ্ডার শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। তখন পঞ্চমী মুণ্ডার চিৎকার শুনে পাড়া প্রতিবেশীরা ছুটে আসে।

অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পঞ্চমী মুণ্ডাকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় কাতলামারা হাসপাতালে সেখান থেকে তাকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। কিন্তু জিবি হাসপাতালে মৃত্যু হয় পঞ্চমী মুণ্ডার। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সিধাই থানায় একটি মামলা দায়ের হয়। মামালার তদন্তকারি অফিসার ছিলেন এসআই দেবেন্দ্র দেববর্মা।

মামলার তদন্ত শেষে তদন্তকারি অফিসার আদালতে চার্জশীট জমা দেন। ২০১৯ সালে মামলাটির বিচার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অদ্বৈত মল্লবর্মণ সমস্ত নিম্ন বর্ণের মানুষের মনের কথা তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন ঃ অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। অদ্বৈত মল্লবর্মণ অন্ত্যজ সম্পদায়ের মানুষের কাছে এক চির মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে বাস্তব জীবনের ছবি। তাঁর লেখা, ভাষা ও সংস্কৃতিবোধ সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।

আজ অদ্বৈত মল্লবর্মণের ১০৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে মুক্তধারা মিলনায়তনে 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তাঁর সৃষ্টি' বিষয়ক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে কথাগুলি বলেন অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস।

তিনি বলেন, অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর লেখার মধ্যদিয়ে সমস্ত নিম্ন বর্ণের মানুষের মনেরকথা তুলে ধরেছেন। তাঁর রচিত 'তিতাস একটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর কৃষক বন্ধু কেন্দ্র ও কৃষি আঞ্চলিক কার্যালয়ের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। কৃষি, পর্যটন ও পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় আজ ধর্মনগর কৃষক বন্ধ কেন্দ্র ও কৃষি আঞ্চলিক কার্যালয়ের দ্বারোদঘাটন করেন। উদ্বোধনের পর কৃষক বন্ধ কেন্দ্র ও কৃষি আঞ্চলিক কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে কৃষক বন্ধ কেন্দ্রের যাবতীয় সুযোগ সুবিধার দিক কৃষিমন্ত্রী দেখেন এবং কৃষক বন্ধরা যাতে সার্বিক সুযোগ সুবিধা এখান থেকে পেতে পারেন এজন্য দপ্তরের আধিকারিকদের তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। এরপর কৃষিমন্ত্রী ইচাইলালছড়ায় ১,০০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন বীজাগারের দ্বারোদঘাটন করেন। বীজাগার হলে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের ভাষণে কৃষিমন্ত্রী বলেন, ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকের আয় দ্বিগুণ করার প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করার জন্য রাজ্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে না পারলে দেশের উন্নতি হবে না।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি যোজনায় রাজ্যে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার কৃষক উপকৃত হয়েছেন। উত্তর জেলায় ১৬ হাজার ৮৯৯ জন কৃষক কিষাণ সম্মাননিধি যোজনায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লীতে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রীর সাথে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। নয়াদিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ কেন্দ্রীয় বস্ত্র, নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানীর সাথে এক বৈঠক করেন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে বস্ত্র শিল্প, নারী ও শিশু উন্নয়নে যেসব কর্মসূচি চলছে সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অবহিত করেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে ৪০টি নতুন হ্যাণ্ডলুম ক্লাস্টার স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সহায়তা চেয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ বিষয়ে পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দেন।

পিকনিকের মদ্যপ যুবকদের ছুঁড়া মদের বোতলের আঘাতে গুরুতর আহত ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ জানুয়ারি।। শুক্রবার সকালে চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের স্কুল ছুটি হওয়ার পর পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র সবুজ মল্লিক পিতা গৌরাঙ্গ মল্লিক স্কুল ছুটি হওয়ার পর রাস্তার পাশ দিয়ে বাড়িতে যাওয়ার সময় একটি বাস গাড়ি থেকে মদের বোতল ছুঁড়ে শিশুটির মাথা ফাটিয়ে দেয় বনভোজন কারীরদল।

বিশ্রামগঞ্জ থেকে বাস গাড়িটি আগরতলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলো। তবে যতটুকু জানা যায় বনভোজন করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র সবুজ মল্লিক বিদ্যালয় থেকে বাড়ি যাওয়ার সময় বড় একটি মদের বোতল ছুড়ে গাড়ি থেকে। ছাত্রটি ঢলে মাটিতে পড়ে যায়। রাস্তার পাশ দিয়ে যখন একজন লোক যাচ্ছিলেন ওই সময়ে ছাত্রটি পড়ে থাকতে দেখতে পেয়ে চিউকার শুরু করে দেয়। কিন্তু বনভোজনের বাস গাড়িটিকে আটকাতে পারেনি। ১০২ নাম্বারে তৎক্ষণাৎ ফোন করলেও ওই এম্বুলেন্স গাড়ির ফোন রিসিভ না করায় ।

অটো গাড়ি দিয়ে ছাত্রটিকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষক সহ এলাকার কয়েকজন যুবক । শিশুটির মাথায় প্রচন্ড আঘাত লাগায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় জিবিপি হাসপাতালে । তবে এই ঘটনায় যুবকসহ স্কুলের শিক্ষকরাও ক্ষোভ ব্যক্ত করেন ন ছাত্রের মাথায় প্রচন্ড আঘাত লাগাতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড টিকাকরণ ঃ সমগ্র রাজ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হল ড্রাই রান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। কোভিড টিকাকরণের প্রস্তুতি পর্বের অঙ্গ হিসেবে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় আজ সফলভাবে আয়োজিত হয়েছে কোভিড টিকার ড্রাই রান। টিকাকরণ প্রক্রিয়ার সমস্ত দিকগুলি ভালো করে খতিয়ে দেখার জন্য রাজ্যের ৮টি জেলায় টিকাকরণে এই মহড়ার আয়োজন করা হয়।

আজ রাজ্যের ১৫২টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে টিকাকরণের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরমধ্যে পশ্চিম জেলার ৩০টি, খোয়াই জেলার ৯টি, সিপাহীজলা জেলার ১৮টি, গোমতী জেলার ১৭টি, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ২৬টি, ধলাই জেলার ২১টি, ঊনকোটি জেলার ১৩টি এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার ১৮টি কেন্দ্রে এই মহড়া অনুষ্ঠিত

হয়। টিকাকরণের জন্য ইতিমধ্যেই ২১১টি টিমকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে থেকে ১৫২টি টিমকে টিকাকরণ কেন্দ্রগুলির দায়িত্ব দেওয়া হয়। আজ ড্রাই রানে রাজ্যের ২,০৯৯ জন সুবিধাভোগী টিকাকরণ মহড়ায় অংশ নিয়েছেন।

এদিন সকাল ৯ টায় কো-উইন অ্যাপের মাধ্যমে মহড়া শুরু হয়। পশ্চিম জেলার জেলাশাসক, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দান বাক্স হাতে নিয়ে রাজপথে নামল ১০৩২৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। অনির্দিষ্ট কালের গনঅবস্থানের ৩৩ তম দিনে শুক্রবার চাকুরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষক শিক্ষিকারা দান বাক্স নিয়ে দান সংগ্রহ করার জন্য রাস্তায় বের হয়। এইদিন চকুরিচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকারা দান বাক্স নিয়ে উপস্থিত হয় শিক্ষা ভবনে।

তবে শিক্ষা ভবনে প্রবেসের ক্ষেত্রে এইদিন তাদেরকে বাধা দেওয়া হয়। কিন্তু বাধা অতিক্রম করে তারা দান বাক্স নিয়ে শিক্ষা ভবনে প্রবেশ করে এবং শিক্ষা ভবনে কর্মরত কর্মীদের কাছ থেকে তারা দান সংগ্রহ করে। পরে তারা বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ইউ.কে চাকমার কাছে যায় দান সংগ্রহ করার জন্য। চাকুরিচ্যুত শিক্ষক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইক ও বোলেরু ট্রাকের সংঘর্ষে গুরুতর আহত দম্পতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ জানুয়ারি।। ফের একবার তেলিয়ামুড়ায় জাতীয় সড়কে বোলেরু মাক্সি ট্রাক ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত এক দম্পত্তি। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন নেতাজি নগর লোকনাথ আশ্রম সংলগ্ন জাতীয় সড়কে।

ঘটনায় জানা যায় পাশের গ্রাম মহারানী পুর থেকে লিটন দেবনাথ ও তার স্ত্রী শশুর বাড়ি কৃষ্ণপুর এলাকায় যাওয়ার সময় নেতাজি নগর লোকনাথ আশ্রম সংলগ্ন স্থানে আসতেই বেপরোয়াভাবে একটি বুলেরও ম্যাক্সী ট্রাক লিটন দেবনাথ এর বাইকে ধাক্কা দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই লুটিয়ে পড়ে জাতীয় সড়কে এই দম্পতি। এলাকার জনগণ সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের খবর দিলে দমকলকর্মীরা দুর্ঘটনাস্থল থেকে স্বামী-স্ত্রীকে তুলে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। দুর্ঘটনায় স্বামী লিটন দেবনাথ আঘাত পেলেও স্ত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। কর্তব্যরত চিকিৎসক লিটনের স্ত্রী মনিদিপা দেবনাথ এর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করে।

তেলিয়ামুড়া

অন্যদিকে দুর্ঘটনার পরই বুলেরো গাড়ির চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তবে শুভবুদ্ধি মহলের অভিযোগ যে এই বুলেরু ম্যাক্সী ট্রাক গুলি শহরের উপর দিয়ে প্রতিদিনই বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানোর ফলে পথযাত্রীদের দুর্ঘটনার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৯২ ▫ ৮ জানুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ২৪ পৌষ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বেসরকারিকরণের প্রবণতা

একটা সময় ছিল যখন পুরোপুরি বেসরকারি হাতে ছিল দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা। সেই সময়ে ব্যাঙ্ক ফেল করার কথা শোনা যাইত। এমন ঘটনার জেরে আমানতকারীদের মাথায় হাত পড়িত। জমানো টাকা তাঁহারা ফেরত পাইতেন না। শুধু তাই নয়, বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে কর্মীদের চাকরির নিরাপত্তাও ছিল না। বেতনও ছিল স্বল্প। মানুষের সঞ্চিত টাকার সুরক্ষার প্রশ্নে ইন্দিরা গান্ধী সরকারই প্রথম ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রয়োজন অনুভব করে। জাতীয়করণের পর আমানতকারীদের সমস্ত সঞ্চয় যেমন সুরক্ষিত হয় তেমনি ব্যাঙ্ককর্মীদের চাকরির নিরাপত্তাও বাড়ে। বলা যায়, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সিদ্ধান্তটি ছিল প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষা, ব্যাঙ্কের পরিষেবা প্রত্যন্ত গ্রামেও আম জনতার কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া। কিন্তু বর্তমান সরকার দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় বড়সড় পরিবর্তন আনিবার 'অজুহাতে' ঢালাও বেসরকারিকরণে জোর দিয়া নিজেদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাইতে চাইছে। আত্মনির্ভর ভারতের স্লোগান দিয়া তাহারা বিদেশি বেসরকারি ব্যাঙ্ককে এদেশে শাখা স্থাপনের অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়া এক ঝাঁক বেসরকারি ব্যাঙ্ককে ভারতের অর্থব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করিতে মরিয়া। ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ আর ঢালাও বেসরকারিকরণের বিপজ্জনক এই প্রবণতায় দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা আদৌ কতটা শক্তিশালী হইবে তাহা বলা শক্ত। তবে আমানতকারীদের সঞ্চিত অর্থ কতটা সুরক্ষিত থাকিবে তাহা নিয়া সংশয় তো আছেই। সরকার ভুলিয়া যাইতেছে, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলেই দেশের বহু মানুষ ব্যাঙ্কের সহায়তায় স্বাবলম্বী হইতে পারিয়াছে। আসলে দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে মোদি সরকারকে বারবার বেনিয়াদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে দেখা গিয়াছে। ভ্রান্ত নীতির জেরে এই মোদি জমানাতেই দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হইয়াছে। দেখা দিয়াছে আর্থিক মন্দা। করোনার অনেক আগে থেকেই অর্থনীতি বেহাল হইয়াছে। নোটবন্দির ঘা এখনও শুকোয়নি। সরকার তাহার এই ব্যর্থতা ঢাকিতে করোনা সঙ্কটকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করিতেছে। অর্থনীতির মন্দার সময়ে যখন উৎপাদন কমিয়াছে, মানুষের আয় কমিয়াছে, মজুরি তলানিতে তখন বিপজ্জনক সব সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যাইতেছে এই সরকারকে। দেশের কৃষি সম্পদকে মুষ্টিমেয় কর্পোরেটের হাতে তুলিয়া দেওয়ার চেষ্টায় এমন কৃষি আইন তৈরি করিয়াছে যাহার বিরুদ্ধে গোটা দেশ আজ সোচ্চার। দায়িত্বপালনের অনীহায় একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণ বা বিলগ্নিকরণের কাজ তাহিরা শুরু করিয়াছিল আগেই। কয়লাখনি বেসরকারি হাতে তুলিয়া দিতে এই বিজেপি সরকারই সংসদে কোল মাইন অ্যাক্ট ২০১৫ অনুমোদন করিয়াছে। সেখানেও থামেনি, দেশের গর্ব ভারতীয় রেলেরও বেসরকারিকরণে উদ্যোগী হইয়াছে! প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংস্কারের প্রসঙ্গ টানিয়া 'বেচারাম' এই সরকার কর্পোরেট স্বার্থরক্ষায় তৎপর। আত্মনির্ভরতার বদলে রেল, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে বিদেশি পুঁজিপতির হাতে তুলিয়া দেওয়ার প্রচেষ্টা শুধু নিন্দনীয় নয়, তাহা দেশের মানুষের স্বার্থরক্ষারও পরিপন্থী। এই কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ক্ষতিও হইয়াছে অপরিসীম।

তবু এই সরকারের হেলদোল নাই। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের যে সুফল দেশের মানুষ ভোগ করিয়াছেন এবার অর্থনীতির চাকা ঘোরানোর যুক্তিতে সেখানেই হাত দিতে চলিয়াছে সরকার! কয়েক বছরআগে যখন সারা বিশ্বে আর্থিক মন্দা দেখা দিয়াছিল তখন বহু ব্যাঙ্ক বিদেশে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভারতে তাহার আঁচ পড়েনি শুধুমাত্র ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা শক্তিশালী ছিল বলিয়া। এবার সেখানে বেসরকারিকরণের দ্বার খুলিয়া দিয়া দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন আনিতে চলিয়াছে সরকার তাহা আসলে কর্পোরেটদেরকে খুশি করার প্রচেষ্টা মাত্র। এই ধরনের সর্বনাশা প্রয়াস হইতে সরকারকে বিরত থাকাই শ্রেয়।সরকার সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করিলে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা যেমন বিপর্যস্ত হইয়া পরিবে তেমনি সাধারণ মানুষেরও সর্বনাশ ঘটিবে।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে কাটল জট, ১৫ দিনের মধ্যে শূন্যপদ পূরণের নির্দেশ আদালতের

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি. স.) : আরও এক শিক্ষক নিয়োগ মামলায় জোর ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার । ২০০৯ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলায় স্বজনপোষনের অভিযোগ ওড়াল হাইকোর্ট। ৩০ দিনের মধ্যে সফল প্রার্থীদের নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আদালতের এই রায়ে স্বস্তিতে কয়েকশো চাকরিপ্রার্থী।

বাম আমলের নিয়োগকে স্বীকৃতি দিয়ে ২০০৯ সালে মালদহ ও উত্তর ২৪ পরগণার সফল কর্মপ্রার্থীদের তালিকা ১৫ দিনের মধ্যে প্রকাশ করতে শুক্রবার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চ। তালিকা প্রকাশের পরের ১৫ দিনের মধ্যেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতেই হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে আদালত । কিন্তু শূন্যপদ কই?

২০০৯ সালে বাম আমলে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল। প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতেই নিয়োগের নিয়ম ছিল বিজ্ঞপ্তিতে। রাজ্যের অন্যান্য জেলায় এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যথাযথভাবে নিয়োগ সম্পন্ন হলেও চার জেলায় জটিলতা দেখা দেয়। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও মালদহে এই নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপোষণ, দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। নিয়োগ থমকে যায়। এর মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনায় ২৬০০ এবং মালদহে ১৩৩১টি শূন্যপদ ছিল। কয়েক বছর ধরে অপেক্ষার পর দুই জেলার চাকরিপ্রার্থীরা কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেন। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর এজলাসে মামলার শুনানি চলছিল। শুক্রবার তারই রায়দান করলেন বিচারপতি। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এদিন জানান, উত্তর ২৪ পরগনা এবং মালদহ এই দুই জেলায় যদি প্রাথমিক স্তরে শূন্যপদ নাও থাকে, তাহলে নতুন করে তা তৈরি করতে হবে। তারপর তালিকা থেকে প্রার্থীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ করতে হবে।তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন নিয়োগপত্র না পেয়ে চাকরিপ্রার্থীরা প্রতিবাদ, বিক্ষোভে নেমেছিলেন। লাগাতার নিজেদের দাবিপূরণে নানা আন্দোলন চলছিল। শুক্রবার হাই কোর্টের রায়ে তাঁদের স্বস্তি ফিরে এল। আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যেই নিয়োগপত্র হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় এখন দিন গুনছেন প্রাথমিকের ভাবী শিক্ষকরা। ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য, রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জটিলতা কাটল।

অল্প কয়েকদিনের অপেক্ষাতেই চালু হবে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি. স.):কবে চালু হবে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো সেই আশায় বর্তমানে দিন গুনছে শহরবাসী। দ্রুত গতিতে চলছে মেট্রো চালুর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। তবে, ফেব্রুয়ারি মাসের শেষেই দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো চালু হয়ে যাবে এমনটাই মনে করছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

কালীপুজোর আগে থেকেই মেট্রো চালু হওয়ার গুঞ্জন শোনা গেলেও এখনও চালু হয়নি নোয়াপাড়া থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো। তবে, মেট্রো সূত্রে খবর, দ্রুত গতিতে নোয়াপাড়া-দক্ষিণেশ্বরের মেট্রোর কাজ এগোচ্ছে। আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে নোয়াপাড়া-দক্ষিণেশ্বর মেট্রোর কাজ শেষ করে যাতে মহড়া দৌড় করানো সম্ভব হয় সে কথাই ভাবা হচ্ছে মেট্রো তরফে।

স্লেজিং চলছে অন্য কায়দায়

সুমন ভট্টাচার্য

১৪ মে, ২০২০। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিৎজ টুইট করে বলেছিলেন, 'আ 'কোভিড ১৯' ভ্যাকসিন মাস্ট বি ফ্রি ফর এভরি সিটিজেন ইন এভরি কান্ট্রি।'' হ্যাশট্যাগ ছিল—পিপল্‌সভ্যাকসিন।

স্টিগলিৎজের এই টুইটের প্রায় দেড় মাস আগে, ২৬ মার্চ, সংবাদ প্রতিদিন-এর করোনা মোকাবিলা প্রাপ্য গুরুত্ব পাচ্ছে তো শীর্ষক উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল---কোভিড মোকাবিলায় ভ্যাকসিনের পিছনে যে খরচ হবে, বা আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, ভ্যাকসিনের যা বাজার তৈরি হবে, সেটা দখল করতেই কি বিভিন্ন কৌশল নেওয়া হচ্ছে? ওই উত্তর সম্পাদকীয়তেই উল্লেখ করা হয়েছিল যে, কোভিডের আগেই, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বাজেটে ২০১৮-২২ -এর মধ্যে ভ্যাকসিন খাতে ৫২, ০০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্ধ করেছিল।

উত্তর সম্পাদকীয়তে যে ইঙ্গিত তোলা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে জোসেফ স্টিগলিৎজ যেটা পরিষ্কার করে বলেছিলেন---কোভিডের ভ্যাকসিন যেন বিভিন্ন ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার জন্য অতিরিক্ত মুনাফা আদায়ের ফ্রি হিট না হয়ে দাঁড়ায়। এই বিষয়টিকে মাথার রাখলে আজকের বারতে ভ্যাকসিন নিয়ে দুই সংস্থার মধ্যে যে লড়াই শুরু হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এবং নেপথ্যের কারণে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। ভারতের মতো ১৩০ কোটি মানুষের দেশে, যেখানে সরকার 'ফ্রাইলাইন' যোদ্ধা এবং বয়স্ক, এমন ২৫ থেকে ৩০ কোটি মানুষকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিনা পয়সায় করোনার ভ্যাকসিন দেবে, সেখানে এরপরেও যে বিপুল সংখ্যক মানুষ বাকি রয়ে যাবে, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যে প্রতিষেধক প্রস্তুতকারক সংস্থা এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বে না— তা পরিষ্কার হয়ে যায়। সেজন্যই তো অক্সফোর্ডের টিকা যাঁরা ভারতে এনেছেন এবং যাঁদের কেন্দ্রীয় সরকার প্রছম ছাড় পত্র দিয়েছে---সেই সেরাম কর্তা আদর পুনাওয়ালা বলেই দিয়েছেন, মার্চ থেকেই সরকারের বাইরে বিভিন্ন বেসকারি সংস্থা বা বেসরকারি

হাসপাতালকেও তাঁরা টিকা সরবরাহ করবেন। অর্থাৎ, ইঙ্গিতটা খুব পরিষ্কার । সরকার যাঁদের বিনামূল্যে টিকা দেবে দিক, যাঁদের পয়সা আছে তাঁরা মার্চ থেকেই বেসরকারি হাসপাতাল বা সংস্থার মাধ্যমে অক্সফোর্ডের টিকা পেতে পারেন।

তার মানে দাঁড়ায়, জোসেফ স্টিগলিৎজ যা বলেছিলেন, পুনত্তয়ালা ঠিক তার উলটোটা ১৩০ কোটি বাজারের কথা ভেবে করতে চান। অর্থাৎ 'ফেলো কড়ি মাখো তেল'।

অর্থনীতিবিদ হিসাবে জোসেখ স্টিগলিৎজ তো বটেই সংক্রামক ব্যাধি নিয়ে কাজ করেন এমন অনেক বিজ্ঞানী ২০২০ জুড়ে বারবার প্রশ্ন তুলেছেন—এই যে ভ্যাকসিন আবিষ্কার হচ্ছে, যে 'ফাইজার ' হোক বা 'অক্সপোর্ড'— তা আমজনতার কাছে কতটা পৌঁছাবে? ২০২০ পেরিয়ে ২০২১ আসতেই বোঝা গেল, কেন জোসেফ স্টিগালিৎজের মতো অর্থনীতিবিদ 'পিপল্‌স ভ্যাকসিন' -এর দাবি তুলেছিলেন, বা ন'মাস আগে 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর উত্তর সম্পাদকীয়তে ভ্যাকসিনের বাজারে বা ওষুধ শিল্পে বিল গেটসের বিনিয়োগ এবং বিভিন্ন ধনকুবেরদের আগ্রহ নিয়ে কেন প্রশ্ন তোলা হয়েছিল।

অতি দক্ষিণপন্থী এবং অতিবামেরা একদিক থেকে সহমত যে, তাঁরা করোনা নিয়ে প্রচার এবং বিশ্বজুড়ে ভ্যাকসিনের বাজার তৈরির চেষ্টার নেপথ্যে বিল গেটসের 'ষড়যন্ত্র' দেখতে পান। আমাদের মনে রাখতে হবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকরা প্রকাশ্যেই বিল গেসটকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। একইভাবে ভারতের অতিবামেরাও। এই দুই অতি'র বাইরে গিয়ে যদি আমরা মধ্যপন্থায় থাকি, তাহলেও এই প্রশ্নটা ওঠা খুব স্বাভাবিক যে, করোনার ভ্যাকসিন সকলের কাছে কী দামে এবং কীভাবে পৌঁছবে? আফ্রিকা কিংবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গরিব দেশগুলির আরও গরিব মানুষরা কীভাবে করোনার ভ্যাকসিন পাবেন? ভ্যাকসিন নিয়ে যে কোনও আলোচনা করতে গেলে একটা কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের একটা গণটিকাকরণের অতীত রয়েছে এবং সাফল্যও রয়েছে। সেই সাফল্য স্বাধীন ভারতের ৭৩ বছরের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাই দেশে সবচেয়ে বেশিদিন সরকার চালানোর নিরিখে সেই গৌরবময় অতীতের কৃতিত্ব কংগ্রেস দাবি করতেই পারে। ইতিহাস যদি একটা বহমান নদীর মতো হয়, তাগলে তার সূত্র ধরেই আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন বলছেন যে , ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণটিকাকরণ কর্মসূচি শুরু করতে যাছে---তা অতিশয়োক্তি নয়। অতীতের এই অভিজ্ঞতা থেকেই ভারত জানে, কীভাবে এই বিপুল জনসংখ্যাকে সরকারি উদ্যোগে গণটিকা দিতে হয় এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলদের কাছে কীভাবে বিনা পয়সায় পৌঁছে দেওয়া যায় টিকা। সেজন্যই ভারত সরকার যখন অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার 'কোভিশিল্ড' এবং ভারত বায়োটেকের কোভ্যাকসিন কে অনুমোদন দিয়ে দেয়, সেই দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণকে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' ও কুর্নিশ জানায়। একই সঙ্গে এটাও সত্যি পোলিও বা অন্যান্য গণটিকাকরণের দরুণ ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ভ্যাকসিন নির্মতা। তাহলে আজকে 'সেরাম' 'বনাম' ভারত বায়োটেক এর এই লড়াই বা বাগযুদ্ধ কেন? গত শতকের নায়ের দশকে ভারত যখন তার বাজার বিশ্বের জন্য খুলে দিচ্ছিল, এবং ক্রিকেট যখন আস্তে আস্তে রূপান্তরিত হচ্ছিল 'ধম'-যা তখন যেমন সেই ব্যাট বলের ম্যাচকে ব্যবহার করে 'কোক' এবং 'পেপসি'-র মতো বহুজাতিক সংস্থা এই উপমহাদেশের রক্তে শিরায় ধর্মনিতে পরস্পর বিরোধী ক্যাচলাইন, 'নাথিং অফিসিয়াল অ্যাবাউট ইট বা ইয়ে দিল মাঙ্গে মোর গুঁজে দিচ্ছিল---ঠিক তেমনই এই অতিমারীর পৃথিবীতে আরেকটা বাজার দখলের লড়াই শুরু হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে টিকার পাশাপাশি নিজেদের পয়সায় যাঁরা টিকা নেবেন, তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এবং ভারতের মতো দেশের ক্ষেত্রে এই ফেলো কড়ি মাখো তেল, এর তত্ত্বে বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যাটা যত তা হয়তো অর্ধেক ইউরোপের সমান। বাজার এবং সংখ্যায় এই হিসাবটা মনে রাখলেই সেরাম বনাম ভারত বায়েটেক'এর টিকা টিপ্পনীর কারণ বোঝা যায়।

এই কোভিডের পৃথিবীতে আমরা ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচে স্লেজিং দেখতে পাইনি, তো কী হয়েছে? ভ্যাকসিনের বাজার ধরার দৌড়ে সেই স্লেজিংই ফিরে এল অন্য চেহারায়।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা

প্রীতীশ নন্দী

অতিমারীর মরশুমে এটা আমাদর দশ নম্বর মাস। ভাগ্যক্রমে, আমি এখনও এই ভারাসের প্রকোপে পড়িনি। অবাক কাণ্ড, আমার আশপাশের মানুষজন, বাড়িতে এবং কর্মক্ষেত্রে আমাকে যারা ঘিরে থাকে--- সবাই আপাতত সুরক্ষিত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, কোভিড-১৯ আমাকে ভয় দেখাচ্ছে না। পাঁচদিনের বদলে অফিস যাচ্ছি দু'দিন, যা আমাকে কেমন জানি হতোদ্যম করে দিয়েছে। বাড়ি থেকে কাজ চলছে, তবে তা ঠিকমতো এগচ্ছে না, ফলে আমাকে লজ্জায় পড়তে হচ্ছে। আসলে মানুষের সান্নিধ্য ব্যতীত কোনও কিছুই আমার সেভাবে ভাল লাগে না। এর থেকেও খারাপ হল, আমার ঘুমের সময় চার থেকে বেড়ে ছ'ঘণ্টা হয়ে গিয়েছে। অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির সংখ্যা তিনটি থেকে ঠেকেছে আটটিতে গিয়ে , সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানের চিত্রনাট্য এখনও লেখা বাকি। কিন্তুই মনের মতো হচ্ছে না, অন্তত আমি যেভাবে চাই, সেভাবে তো একেবারেই নয়।

আমার মেয়েরা অবশ্য আমার মতো পিছিয়ে নেই। অতিমাবী-কালেব রীতিনীতিগুলো ওরা অনেক সহজে আত্মস্থ করেছে। ডিজিটাল দুনিয়ায় আমি এখনও বেমানান, কিন্তু ওরা দিব্যি আয়ও করেছে। কাগজে কালির গন্ধই আমি এখনও পছন্দ করি। সংবাদপত্রে পাতা ছুঁড়ে দেখার অনুভূতি এখনও আমার প্রিয়। স্মার্টফোনে খবর পড়া আমার কাছে এক অসম্পূর্ণ অনুভূতি— মনে হয় ঘটনাগুলো কেমন যেন মন ছুঁতে পারল না। হ্যাঁ এটা ঠিক যে খবর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দ্রুত চলে আসে। আমি ভাবলে অবাক হই যে, যদি আমাকে রজনীশ বা কিশোর কুমার বা দুর্বৃত্ত সিআইএ এজেন্ট ফ্ল্যাঙ্ক ক্যাম্পারের সাক্ষাৎকার জুম কলে বসে নিতে হত, সেই অভিজ্ঞতা কেমন হত। সাক্ষাৎকারের মূল প্রসঙ্গটুকুই সাক্ষাৎকারের সব নয়, তার প্রেক্ষাপটই আসল। নীরবতা, ফিসফিসানি, কথার মাঝে থেমে থাকা— এই সমস্ত কিছুই শব্দে বলে ফেলা সম্ভব। ছবি তা কিছুটা পারলেও সেখানে ধরা দেয় না

সূক্ষ্মতা। আর সাংবাদিকতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই সূক্ষ্মতার অন্তরালেই লুকিয়ে---যে কোনও ধাঁধার সমাধানও সেখানেই নিমজ্জিত। 'রাম্বল ইন দ্য জাঙ্গল', অর্থাৎ, অপরাজিত বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান জর্জ ফোরম্যান এবং তাঁর চ্যালেঞ্জার মহম্মদ আলির মধ্যে সেই ঐতিহাসিক লড়াই নিয়ে 'প্লেবয়' ম্যাগাজিনে নরম্যান মেইলারের দু'টি পর্বে প্রকাশিত নিবন্ধটির কথা মনে পড়ে? দিনটা ১৯৭৪ সালের ৩০ অক্টোবর। কিনসহাসার ২০ মেই স্টেড ডু তে ৬০,০০০ দর্শককে সাক্ষী রেখে অষ্টম রাউন্ডে নক আউটে জিতেছিলেন মহম্মদ আলি। নিঃসন্দেহে গত শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছিল এটি এবং সেদিন দুনিয়ায় এক বিলিয়ন মানুষ টেলিভিশনের পর্দায় এই অবি,মরণীয় মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছিলেন। কিন্তু সেই ম্যাচের যে দলিল রয়ে গেল, তা হল মেইলারের অসাধারণ কভারেজ, ক্রীড়া সাংবাদিকতার সর্বোত্তম উদাহরণ হিসাবে।

খবরের প্রকৃতি কি তাহলে বদলে গিয়েছে? উত্তর অবশ্যই—হ্যাঁ। কোনও প্রতিবেদনের ঠিক কতটা সত্য---তা যাচাই করা আজ আর সম্ভব নয়। সত্যকে যতটা যথার্থ ভাবা হত এককালে, এখন আর তা অবশিষ্ট নেই। নিজেদের অজান্তেই আমরা উত্তর সত্যের যুগে চলে এসেছি— যেখানে যে যা চায় তা বিশ্বাস করতে পারে, বেছে নিতে পারে। ইন্টারনেটের মতো খবরের কাগজ এবং নিউ চ্যানেলগুলি আপনাকে সত্যি খবরের একাধিক প্রকারভেদের সামনে নিয়ে এসে দাঁড় করায় (আপনি এগুলোকে 'শংস্কারণ'ও বলতে পারেন), এবং আপনি যেটি পড়ে সবচেয়ে খুশি হবেন, আপনি সেই সংস্কারটি বেছে নিতে পারেন। এটি সম্পূর্ণ উপভোক্তার উপর নির্ভরশীল। আপনার নিজের সত্য নিজের কাছে। নয়াদিল্লিতে কৃষকদের বিক্ষোভ কি ইতিহাসের পাতায় সঠিক বলে ধার্য হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে আপনি জানেন, কোন চ্যানেল আপনাকে কী বলতে পারে। কৃষকরা কি ভুল করছে? এমন বহু চ্যানেল রয়েছে, যারা বলবে, হ্যাঁ, করছে। এমনকী, তারা এই কৃষি বিলকে স্লাইস করা পাউরুটির পর মানব সভ্যতার সবচেয়ে জরুরি বদলের তকমা দিতেও প্রস্তুত।

সংক্ষেপে, সংবাদমাধ্যমে বর্তমানে একটি এফএমসিজি পণ্য। আপনি যে সংবাদ চান তা কিনে নিতে পারেন, যা আপনার বিশ্বাসকে সন্তুষ্ট করবে। তাহলে আমরা এক সময় যেটাকে 'সত্যি' বলতাম, সেটার কী হবে? আপনি কি তা নিয়ে পরোয়া করেন? কেউ কি পরোয়া করে? এটি কি প্রাসঙ্গিক? কৃষকের আত্মহত্যার হার বৃদ্ধি পেল না হ্রাস পেল, তা নিয়ে কোনও শাসকের (বা ধরা যাক আপনার) মাথাব্যাথা রয়েছে? এটি আপনার কাছে নিছক একটা সংখ্যা মাত্র। সত্যি কোনটা আর কোনটাই বা মিথ্যা— তা আর জানা সম্ভব নয়। এমনকী, মৃত্যুর ভয়াবহতাকেও আপনারা কৌশলে এড়িয়ে যান। পরিসংখ্যান সবকিছুকে দূরবর্তী, অপ্রাসঙ্গিক করে তোলে। আমরা শেষ পর্যন্ত খারাপ সংবাদে শুধুমাত্র আহত হয়ে থেমে যাই। কেউ কি মৃত্যুর হিসাব রাখি? না কি আমরা সকলেই শুধুমাত্র খানযাটের নতুন ভ্যাকসিন আসার খবর নিয়ে ব্যস্ত?

বর্তমান বাজারে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বিকোয় আশা। ১৯৮৯ সালে ফাইজারের তৈরি ভায়াগ্রার চেয়েও তাদের তৈরি কোভিড ভ্যাকসিন বেশি কভারেজ পেয়েছে এ বছর। বলা বাহুল্য, সমাজে যৌনতার চেয়েও ভয়ের অগ্রাধিকার বেশি। সতোর শক্তিক্ষয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খবরে গল্পাই প্রাধান্য পায়। লোকরঞ্জন করাই হয়ে ওঠে মূলকথা। গল্পটা সিনেমা হলের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে লাইভ কভারেজের মাধ্যমে আপনার বাড়ির ভিচর ঢুকে পড়ে। বাইডেনের জয় বাতিল করতে এবং ট্রাম্পকে ফিরিয়ে আনার জন্য ডিসিতে এখনও প্রচুর ভিড়। তারা তাদের নিজস্ব ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব নিয়ে মত্ত। কয়েক মাসের মধ্যে এগুলি বইয়ের পাতায় ঠাঁই পাবে। কিছু কিছু তকমা পাবে 'বেস্টসেলার'-এর। যে যাই বলুক, মার্কিন মুলুকে ৭৪ মিলিয়ন মানুষ ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে বেছে নিতে চেয়েছেন চারটে ভয়াবহ বছর পার করেও। তিনি কি সংবাদ প্রস্তুতকারক বা বিনোদনকারী ছিলেন? এর উত্তর আজও পাইনি।

এটাই আমার বক্তব্য, যে খবরের প্রকৃতি বদলে গিয়েছে। আমি আর টিভিতে খবর দেখি না। বাড়িতে কেউই খবর না দেখার অভাব অনুভব করে না। আমি গভীর রাতে বা দিনের যে কোন সময় অথবা ট্রেডমিলে থাকাকালীন শো বা সিনেমা অনলাইন স্ট্রিম করি। আমার অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিগুলোর মতো, আমার টেবিলে অসম্পূর্ণ, আধপড়া বইগুলোর মতো, আমার আংশিক দেখা শো গুলোও স্তূপের মতো জমতে থাকে। পরের মাসে আমার জন্মদিন, এবং আমার জীবন থেকে আরও একটা বছর চিরতরে মুছে যাবে ভেবে দিনে দিনে আমার অস্থিরতা বাড়ছে। তবে, মজার ব্যাপার এই যে, আমি বেচারা নই। শুধুমাত্র কিছুটা ক্ষয়প্রাপ্ত আর পথভ্রষ্ট। খুশি হওয়ার কারণগুলি সবসময় থাকবে। এবং অতিমারীরও ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে জীবনও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে। এবং তার পরেও আমাকে বিরক্ত করার মতো কয়েকটি অদ্ভুত জিনিস আশপাশে থেকেই যাবে। কিন্তু কেমন হবে এই 'নিউ নর্মাল জীবন'? আমার কোনও ধারণা নেইষ তবে আমার সন্দেহ—তা হবে পুরনোর মতোই, আবার কিছু জিনিস হয়তো বদলে যাবে চিরতরে। তবে কিছুই তো 'চিরকালের জন্য' হয় না। একটু সময় দিলে হয়তো আমরাও পরিচিত জীবনে ফিরে যেতে পারব, কিছুটা ভাটা, সম্ভবত কিছুটা ক্ষত বয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবে তা আস্তে আস্তে নিরাময় হবে নিশ্চিত। এসব কথা না হয়, ২০২১ -এ ভাবা যাবে। আমরা কি তখনও সত্যের অনুসন্ধান করব? সন্দেহ হয়। আমার কি সত্যের অনুপস্থিতি অনুভব করব? এর উত্তর বড় কঠিন। সে তো সেই কবে থেকে নিরুদ্দেশ, আমরা কি কোনও পরিবর্তন লক্ষ করলাম?

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

দাবাড়ু আর্শিয়াকে সম্বর্ধনা জানানো হয় শুক্রবার। ছবি- নিজস্ব।

দল শেষ পর্যন্ত কৃষকদের পাশে থাকবে, পাঞ্জাবের কংগ্রেস সাংসদ এবং নেতাদের জানালেন প্রিয়াঙ্কা

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে এবং কৃষি আইনের বিরুদ্ধে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে যন্তর-মন্তরে অবস্থান বিক্ষোভে বসা পাঞ্জাবের কংগ্রেস সাংসদ এবং নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরার।শুক্রবার রাহুল গান্ধীর বাসভবনে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরার সঙ্গে এই সাক্ষাত হয়। বৈঠকে কৃষির আইনবিরোধী কৃষক সমিতিগুলির কার্যকারিতা এবং সরকারের অবস্থান সম্পর্কিত কংগ্রেস দলের কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়। এই সময়ে, প্রিয়াঙ্কা সাংসদদের বলেন, কৃষি আইন বাতিল করা ছাড়া এই সমস্যা সমাধানের আর কোন উপায় নেই। তিনি আরও বলেন যে, কংগ্রেস শেষ অবধি কৃষকদের পাশে থাকবে।

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা সঙ্গে দেখা করার পরে কংগ্রেস সাংসদ জসবীর সিং গিল বলেছেন, দলের মহাসচিব বলেছেন যে, আপনি ধর্মের জন্য লড়াই করছেন। আমাদের থামার বা মাথা নত করার দরকার নেই। আমাদের দৃঢ়তার সঙ্গে কৃষকদের সঙ্গে দাঁড়াতে হবে। তিনি বলেছেন যে, কংগ্রেস পার্টি পুরোপুরি কৃষকদের সাথে রয়েছে এবং কৃষকদের জন্য কোনও ত্যাগ স্বীকার করতে পিছপা হবে না। রজনীত বিট্টু বলেন যে, তিনি কৃষকদের সঙ্গে রয়েছেন এবং তাদের দাবি মানা না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই ধরনায় বসবেন।

তিনি আরও বলেন যে, কংগ্রেস পার্টি কৃষক এবং অন্যান্য মানুষকে ছেড়ে যায়নি এবং এখনও তাদের সঙ্গ ছাড়বে না।

উল্লেখ্য, এক মাসেরও বেশি সময় ধরে, কংগ্রেস সাংসদ এবং পাঞ্জাবের বিধায়করা কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে যন্তর-মন্তরে ধরনায় বসেছিলেন। তাদের দাবি কৃষকদের মুক্তির জন্য কালো আইন বাতিল করা উচিত। একই সঙ্গে, কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধীও বৃহস্পতিবার তাঁর বার্তায় আইন বাতিলের দাবি করেছিলেন। তবে, কৃষি আইনের ইস্যুতে সমাধানের সন্ধানে, দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে সরকার ও কৃষকদের মধ্যে অষ্টম দফার আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রজনীত বিট্টু, গুরজিৎ সিং আউজলা, জসবীর সিং গিল, কুলবীর সিং জিরা এবং রমিন্দর সিং আওলা।

রাজ্যের ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হাইকোর্ট, শর্তসাপেক্ষে গঙ্গাসাগর মেলায় ছাড়ের ইঙ্গিত হাইকোর্টের

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি. স.) : ই-স্নানে জোর দিতে রাজ্যকে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিল আদালত। এই সঙ্গে রাজ্যকে হাই কোর্ট বলল ই-স্নান করলে পুরষ্কার দিক।

করোনা কালে সংক্রমণ এড়াতে ২০২০ সালে রাজ্যের সব বারোয়ারি দুর্গাপুজোর মণ্ডপে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। ওই 'নো এন্টি' রায় দেওয়া হয়েছিল যাঁর মামলার ভিত্তিতে, সেই অজয় কুমার দে-ই এই বছর সাগরমেলার ভিড় ঠেকাতে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন।

সূত্রের খবর, গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিকর্তার হলফনামায় বলা হয় ই-স্নানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। চলছে প্রচার। হাইকোর্ট প্রশ্ন তোলে ই-স্নান কেন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে না? একসঙ্গে এত লোক জলে নামলে তো সংক্রমণ ছড়াবে। শবরীমালায় তো স্নান বন্ধ। গঙ্গাসাগর নিয়ে জনস্বার্থ মামলায় প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করেন, হাইকোর্ট আমার মন্দির, চরণামৃত স্যানিটাইজার।

গঙ্গাসাগর মেলা আদৌ হবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় ছিল বিভিন্ন মহলে। কিন্তু শুক্রবারের আইনি পর্যবেক্ষণের পর মেলা নিয়ে সংশয় অনেকটা কেটেছে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। এদিন জানা গিয়েছে, রাজ্যের দাখিল করা রিপোর্টে

সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিচারপতি। তবে, ১৩ জানুয়ারি অর্থাৎ পূন্যস্নানের প্রাক্কালে ফের মামলার শুনানি হবে। ওই দিন মেলায় সুরক্ষার ব্যাপারে রাজ্যের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা খতিয়ে এবং মুখ্যসচিবের রিপোর্ট দেখে গঙ্গাসাগর মেলার চূড়ান্ত আইনি অনুমতি দেওয়ার কথা।

রাজ্যে দুর্গাপুজো, দেওয়ালি, ছট হয়েছে নিয়ন্ত্রিত ভাবে। সংক্রমণ বাড়েনি। এ বার গঙ্গাসাগর মেলা। অর্থাৎ আসমুদ্রহিমাচল থেকে বিপুল পুণ্যার্থীর আগমন, যা রাজ্য সরকারের কাছে বড়সড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশ ছাড়াও রাজ্যের মানুষের কাছে তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শ, 'চেষ্টা করুন এবার অন্তত গঙ্গাসাগর মেলায় না যাওয়ার। ই-স্নান ও ই-দর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চাইলে ১৫০ টাকা দিয়ে সাগরের পূণ্য জল ও প্রসাদ পেতে পারেন ঘরে বসে। আমি নিজেও এবার যাচ্ছি না মেলাতে। মেলা শেষ হলে পরে যাওয়ার কথা ভাবব।' একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'বাইরে থেকে যাঁরা আসছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে কিছু করার নেই। তাঁরা আমাদের অতিথি।'

সোমবার বিজেপির মিছিলে থাকবেন শোভন-বৈশাখী

কলকাতা, ৮জানুয়ারি(হি. স.): বিজেপির সুরে সুর মেলাতে শুরু করছেন শোভন-বৈশাখী। অর্থাৎ আগামী সোমবার ১১ জানুয়ারি দক্ষিণ কলকাতা গোলপার্ক থেকে সেলিমপুর পর্যন্ত মিছিলে দেখতে পাওয়া যাবে শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শুক্রবার এমনটাই জানিয়েছেন বৈশাখী দেবী। ওই দিন বিকেল চারটে থেকে শুরু হবে মিছিল। মিছিলের আয়োজন দক্ষিণ কলকাতার বিজেপি কর্মকর্তারা।

সম্প্রতি চলতি সপ্তাহে বিজেপির নিউ আলিপুর থেকে রাজ্য সদরদফতর পর্যন্ত মিছিলে উপস্থিত থাকার কথা ছিল বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শোভন চট্টোপাধ্যায়ের। কথা ছিল ওই মিছিলের মাধ্যমে গেরুয়া শিবিরে এবার সক্রিয় হবেন এই জুটি। কিন্তু সেই জল্পনায় জল ঢেলে দেখা যায় শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে মিছিলে অনুপস্থিত ছিলেন শোভনবাবু এবং বৈশাখীদেবী দুজনেই। এরপরে বিজেপির রাজ্য সভাপতির গলায় শোনা গিয়েছিল কটাক্ষের সুর। তিনি জানিয়েছিলেন, বিজেপির সঙ্গে সুরে সুর মেলাতে পারছেন না শোভন-বৈশাখী।

এর পরেই শুক্রবার বৈশাখী দেবী জানালেন, ১১ জানুয়ারি বিজেপির সংবর্ধনা মিছিলে দেখতে পাওয়া যাবে তাদের। বৈশাখীদেবী বলেন, 'আমি শুনলাম দক্ষিণ কলকাতা সাংগঠনিক কর্তাদের তরফ থেকে একটা সংবর্ধনা মিছিল রয়েছে। আমাদের শারীরিক অবস্থা ঠিক না থাকায় আমরা আগের মিছিলে যোগ দিতে পারিনি। কিন্তু এখন যেহেতু শরীর অনেকটা ভাল রয়েছে তাই আগামী ১১তারিখ আশা করছি নির্বিঘ্নে মিছিলে থাকব। আমাদের দুজনের সংবর্ধনার জন্য এই মিছিল করা হয়েছে আমরা থাকবো। বাকি কারা থাকবে না থাকবে আমি জানিনা'।

প্রসঙ্গত ২০১৯ এর আগস্ট মাসে বিজেপিতে যোগদান করলেও সে

ছয়ের পাতায়

মেঘালয়ে বাঙালি হেনস্তা : খাসি ছাত্র সংস্থার তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এফআইআর ক্যালকাটা হাইকোর্টের আইনজীবীর

গুয়াহাটি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : মেঘালয়ে বাঙালি জনগণকে হেনস্তার অভিযোগে খাসি ছাত্র সংস্থার তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এফআইআর দাখিল করেছেন ক্যালকাটা হাইকোর্টের আইনজীবী তথা আইআরএস আধিকারিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ রায়। তিনি বিগত কয়েক মাস ধরে মেঘালয়ে বাঙালি জনগণের উপর শারীরিক মানসিক, অর্থনৈতিক নির্যাতন এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সভাপতি লামবক এস মার্গনার, সহ-সভাপতি সেমফাঙ এল মাউফিয়াং, সাধারণ সম্পাদক ডনাল্ড ভি থাবা সহ বাঙালি নির্যাতনের মতো অপরাধজনিত ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে সরাসরি কলকাতা পুলিশ কমিশনারের কাছে এফআইআর দাখিল করেছেন।

আইনজীবী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এফআইআরে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, ভারতের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ঐক্যতার নিদর্শনস্বরূপ ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কের আধারে মেঘালয়ের খাসি যুবক যুবতীরা দেশের বিভিন্ন স্থানের কলেজ ইউনিভার্সিটিতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য পড়াশুনা করছে। এছাড়া সরকারি বেসরকারি চাকরি, ব্যবসা বাণিজ্য করছে। সেক্ষেত্রে মেঘালয়ের খাসি সম্প্রদায়ভুক্ত উপজাতি জনগণকে কোনও ধরনের সমস্যা তথা অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে পড়তে হয়নি। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে মেঘালয়ে বাঙালি জনগণকে খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের প্রচ্ছন্ন মদতে বিভিন্নভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে। শারীরিক মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি মেঘালয়ে বসবাসকারী প্রত্যেক বাঙালি বাংলাদেশি আখ্যায়িত করে রাজ্যজুড়ে ব্যানার হোর্ডিং লাগিয়ে ব্যাপক অপপ্রচার করে সমগ্র মেঘালয়ে চরম হিংসাত্মক কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে তীব্র অশান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন।

লিখেছ, এছাড়া সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক, হোয়াটসআ্যাপ, ইউটিউব প্রভৃতিতে ব্যাপকভাবে হিংসাত্মক কার্যকলাপ তথা রক্তাক্ত ঘটনাবলির প্রচার করে চরম উত্তেজনা ও আশঙ্কাজনক পরিবেশ বিরাজ করছে মেঘালয় রাজ্যজুড়ে। আইনজীবী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ রায় আরও লিখেছেন, মেঘালয়ে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫১ এ (ই), (এফ), (এইচ) লঙ্ঘন করে বাঙালিদের মৌলিক অধিকার খর্বের ঘটনার সৃষ্টি করছে খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। এছাড়া ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৩ (এ), ১৫৩ (বি), ১২০ (এ), ১২০ (বি), ১২১, ১২১ (এ) সেকশন সংযুক্ত করে এফআইআরে উল্লিখিত খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করে বিহিত পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জি জানিয়েছেন আইনজীবী নৃপেন্দ্র রায়। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ রায় তাঁর এফআইআরে আরও লিখেছেন, এখনই আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে লাগাতার নির্যাতনের শিকার বাঙালিদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবে। এতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে প্রশাসন দায়ী থাকবে।

এক কথায় ফাস্ট্যাগ মানতে রাজি নন বেসরকারি বাসমালিকরা

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি. স.) : 'ফাস্ট্যাগ'-এর বাড়তি ব্যায়ের চাপ বা দায়ভার কে বহন করবে? শুক্রবার রাজ্যের পরিবহণ কর্তাদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন বেসরকারি বাসমালিকরা।

জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, এমনিতেই পর্যায়ক্রমে ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি ও করোনার ধাক্কায় পরিবহণশিল্প চরম সঙ্কটে পড়েছে। 'ফাস্ট্যাগ' চালু হলে আয় ও ব্যায়ের মধ্যে সমতা আরও মার খাবে। সেক্ষেত্রে বেসরকারি পরিবহন একেবারে মুখ থুবড়ে পড়বে। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে ভাবতে হবে। এটা আমাদের দাবি।

কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে 'ফাস্ট্যাগ' চালু হচ্ছে। ১ জানুয়ারি থেকে এটি বাধ্যতামূলকয়করার কথা ছিল। কিন্তু তা আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তপনবাবু বলেন, আজ দুপুরে ময়দান টেন্টে পরিবহন দফতরের ডাকা বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে কথা হয়। আমাদের বক্তব্য 'ফাস্ট্যাগ' চালু করার আগে অবশ্যই এর রূপরেখা আমদের দিতে হবে, তার সুবিধা-অসুবিধা দেখে আমরা লিখিতভাবে জানাব। অন্যান্য রাজ্য ও পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারি পরিবহনের অবস্থা এক নয়।

নন্দীগ্রামের সভায় উপস্থিত কর্মীদের লক্ষ্য করে ইট ছোড়ার অভিযোগ বিজেপির

নন্দীগ্রাম, ৮ জানুয়ারি (হি. স.) : নন্দীগ্রামের সভায় উপস্থিত কর্মীদের লক্ষ্য করে ইট ছোড়ার অভিযোগ বিজেপির। শুক্রবার নন্দীগ্রামে তৃণমূলের শহিদ দিবসের পাল্টা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর ডাকা জনসভা চলাকালীন সভামঞ্চের ডান দিকে উপস্থিত কর্মীদের লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা ইট ছোড়ে বলে অভিযোগ। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন কৈলাস বিজয়বর্গীয়, মুকুল রায়, দিলীপ ঘোষ, শুভেন্দু অধিকারী, জেলা সভাপতি নবারুণ নায়েক। এদিনের সভায় কৈলাস বিজয়বর্গীয় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্বাসঘাতক বলে উল্লেখ করেন। নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর সভায় ছড়াল উত্তেজনা। শুক্রবার সভা চলাকালীন সভামঞ্চের ডান দিকে উপস্থিত কর্মীদের লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা ইট ছোড়ে বলে অভিযোগ বিজেপির। এতে কর্মীদের মধ্যে সাময়িক আতঙ্ক তৈরি হয়। মঞ্চে উপস্থিত বিজেপি নেতারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। সভা শেষে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, সবাই বাড়ি না পৌঁছনো পর্যন্ত আমি সভাস্থলে থাকছি।

এদিনের সভা ঘিরে নন্দীগ্রামে ছিল টানটান উত্তেজনা। সভায় কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেন, 'নন্দীগ্রামে গুলিচালনার পর আদবাণীজির সঙ্গে প্রথম নন্দীগ্রামে ঢুকেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই এনডিএ-এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তিনি।' এদিন মুকুল রায় ও শুভেন্দু অধিকারীকে চাণক্য বলে উল্লেখ করে কৈলাস বলেন, নন্দীগ্রামে গুলিচালনায় অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের শাস্তির বদলে পুরস্কার দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম করে তারা কে কোনও পদে আসীন তা হাজির জনতাকে বলেন বিজেপি নেতা।

বাজারিছড়ায় মুখোমুখি দুই বাইক, আহত দুই, সংকটজনক এক

বাজারিছড়া (অসম), ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : ফের ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া বাজার সংলগ্ন অসম-মিজোরাম সড়কে। এই দুর্ঘটনায় দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন দুজন। তাঁদের মধ্যে একজনকে সংকটজনক বলে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকেল প্রায় চারটা নাগাদ বাজারিছড়া বাজার সংলগ্ন আন্তঃরাজ্য সীমান্ত সড়কের কালাছড়া শিবমন্দিরের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। নিজের কাজ শেষে রাজ্য বিদ্যুৎ কোম্পানির লোয়াইরপোয়া দফতরের কর্মচারী ফখরুল ইসলাম (৪০) তাঁর গ্ল্যামার বাইক নিয়ে কটামণিতে তাঁর বাড়িতে ফিরছিলেন। সে সময় ইচাবিল থেকে বাজারিছড়া অভিমুখে আগত জয়রিংচুং হালাম (২২)-এর পালসার বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুজনেই রক্ত ঝরিয়ে সড়কের উপর ছিটকে পড়েন।

স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে আহতদের রাস্তা থেকে উদ্ধার করে মাকুন্দা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু ফখরুল ইসলামের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাঁকে তড়িঘড়ি শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। তাঁর মাথা থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে এই খবর লেখা পর্যন্ত অন্যত আহত জয়রিংচুং হালামের চিকিৎসা মাকুন্দা হাসপাতালেই চলছে বলে জানা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি বাইক দুরন্ত গতিতে ছুটছিল। এদিকে দুর্ঘটনার পর বাজারিছড়া পুলিশ অকুস্থলে এসে দুটি বাইক বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে গেছে।

লক্ষাধিক মানুষের জমায়েতে নন্দীগ্রামের সমাবেশ 'ঐতিহাসিক' মনে করছেন বিজেপি নেতারা

নন্দীগ্রাম, ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : তৃণমূলের নন্দীগ্রাম দিবসের 'পাল্টা' ৮ জানুয়ারি, শুক্রবার বিজেপি-র জনসমাবেশ সমাবেশ ও যোগদান মেলা। উপস্থিত ছিলেন কৈলাস বিজয়বর্গীয়, মুকুল রায়, দিলীপ ঘোষ, শুভেন্দু অধিকারী, জেলা সভাপতি নবারুণ নায়েক। লক্ষাধিক মানুষের জমায়েতে 'ঐতিহাসিক' সমাবেশ হয়েছে বঙ্গ রাজনীতির অনেক পালাবদলের সাক্ষী নন্দীগ্রাম। কিন্তু এই দিনটিকে আরও একটি কারণে 'ঐতিহাসিক' মনে করছে রাজ্য বিজেপি। কারণ, এই প্রথম নন্দীগ্রামে বিজেপি-র মঞ্চে ছোটখাটো কর্মসূচি করলেও এই মাপের সভা এই প্রথম। এই প্রথম নন্দীগ্রামে 'সাদর অভ্যর্থনা' পেলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ-সহ অন্য নেতারা।

দিলীপ-ঘনিষ্ঠদের বক্তব্য, ''বারবার দিলীপ'দা নন্দীগ্রামে সভা করতে চাইলেও পারেননি। অনুমতিই মেলেনি। লোকসভা নির্বাচনের আগে একবার গেলেও কার্যত পালিয়ে আসতে হয়েছিল। এখন পরিস্থিতির বদল পরিবর্তন এনে দিয়েছে।'' রাজ্য বিজেপি-র এক প্রথমসারির নেতার বক্তব্য, ''যে শুভেন্দুর দাপটে নন্দীগ্রামে এত দিন পতাকাও তুলতে পারেনি বিজেপি, সেখানেই শুক্রবার অভ্যর্থনা জানানো হল। দিলীপ'দাদের।'' পরিস্থিতি তা হলে সত্যিই বদলে গিয়েছে? সদ্য তৃণমূল থেকে বিজেপি-তে যোগ-দেওয়া নন্দীগ্রামের নেতা পবিত্র কর বললেন, ''পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। তাই আগের কথা এখন আর ভেবে লাভ নেই।''

শুধু দিলীপ ঘোষ বা কৈলাস বিজয়বর্গীয়ই নন, মুকুল রায়ও বিজেপি নেতা হিসেবে শুক্রবার প্রথম নন্দীগ্রামে পা রাখছেন। যে সময়ে নন্দীগ্রাম উত্তাল হয়েছিল, সে সব দিনে তৃণমূল নেতা হিসেবে সেখানে বহুবার গিয়েছেন মুকুল। কিন্তু দিলীপ তখন নন্দীগ্রাম থেকে অনেক দূরে।দিলীপবাবু রাজ্য সভাপতি হন ২০১৫ সালে। এর পর বিধায়ক ও সাংসদ। কিন্তু ২০০৭ সালে যখন নন্দীগ্রাম উত্তাল, তখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর প্রচারক হিসেবে দিলীপ আন্দামানের দায়িত্বে।

২০০৭ সালের ৩ জানুয়ারি জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নোটিস ঘিরে অগ্নিগর্ভ নন্দীগ্রাম, ৭ জানুয়ারির ভোরে সোনাচূড়ার কাছে সংঘর্ষ-গুলি-মৃত্যু কিংবা ১৪ মার্চের পুলিশি অভিযান, ১০ নভেম্বরের 'সূর্যোদয়', কলকাতায় বুদ্ধিজীবীদের মিছিল এ সব থেকেই অনেক দূরে ছিলেন কৈলাসও। যিনি এখন বিজেপি-র নীলবাড়ি দখলরের লড়াইয়ের অন্যতম সেনাপতি, তিনি তখন মধ্যপ্রদেশের ইন্দরের বিধায়ক।

তৃণমূল ৭ জানুয়ারি 'নন্দীগ্রাম দিবস' পালন করে। শুভেন্দু অবশ্য মনে করেন, সেই সময় নন্দীগ্রাম আন্দোলনে অবদান ছিল বিজেপি-রও। বুধবার সবংয়ের সভায় তিনি বলেছেন, ''আমি নন্দীগ্রাম আন্দোলন করেছি। নন্দীগ্রামে লালকৃষ্ণ আডবাণী, সুষমা স্বরাজরা এসেছিলেন। সে দিন বিজেপি তৃণমূলের পাশে না দাঁড়ালে দলটা ২০০৩ সালে উঠেই যেত! ''বিজেপি সম্মান ছিনিয়ে নিয়েছে।''

করিমগঞ্জের কুশিয়ারায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের চিতাভস্ম বিসর্জন ছেলে গৌরবের

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ শুধু কংগ্রেস দলের নেতা ছিলেন না। তিনি রাজ্যের প্রতিটি স্তরের জনগণের নেতা ছিলেন। আজকের এই চিতাভস্ম বিসর্জন অনুষ্ঠানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণির জনগণের আন্তরিক উপস্থিতিই প্রমাণ করে, প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ বাস্তবিকই একজন জননেতা ছিলেন। শুক্রবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী করিমগঞ্জের কুশিয়ারা নদীতে প্রয়াত বাবার চিতাভস্ম বিসর্জন দিতে এসে এই কথাগুলো বলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের সাংসদ-পুত্র গৌরব গগৈ।

জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়ের তত্ত্বাবধানে জেলা সদর শহরের আন্তর্জাতিক সীমান্তনদী কুশিয়ারার বিসর্জনঘাটে অনুষ্ঠিত সর্বধর্ম প্রার্থনা সভায় অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে গৌরব গগৈ আরও বলেন, বাবা প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ জীবদ্দশায় ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, একবার অন্তত রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চল ঘুরে দেখবেন। কিন্তু জীবিত অবস্থায় বাবার এই ইচ্ছা পূরণ না হওয়ায় তিনি তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে সমগ্র রাজ্যে শান্তি ও সদ্ভাবনা যাত্রার সংকল্প নিয়েছেন। এরই অঙ্গ হিসেবে বরাক উপত্যকার প্রধান দুটি নদী বরাক ও কুশিয়ারায় প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তথা বাবা তরুণ গগৈয়ের চিতাভস্ম বিসর্জন দিতে এসে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তিনি ও তাঁর বোন মোটেও অনাথ হয়ে যাননি। বরাক উপত্যকার অসংখ্য মানুষ তাঁদের দুঃসময়ে পাশে রয়েছেন।

তিনি বলেন, বরাকের মানুষও যে তাঁর প্রয়াত বাবা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈকে কতটা শ্রদ্ধা করেন তা আজ উপলব্ধি করছেন। এদিনের সর্বধর্ম প্রার্থনা সভায় গৌরব বলেন, বরাক সফরে এসে তাঁর বাবা এখানকার বঙ্গভাষী মানুষের প্রতি সম্মান জানিয়ে বাংলায় বক্তব্য পেশ করতেন। তাই বাবার সম্মান রক্ষায় ছেলে গৌরব গগৈও আজ বাংলা ভাষায় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। গৌরব বলেন, তরুণ গগৈ নির্দিষ্ট কোনও দল বা জাতিগোষ্ঠীর নেতা ছিলেন না। তিনি সমগ্র রাজ্যের নেতা। একজন প্রকৃত জননেতা হিসেবেই তিনি অসমবাসীর হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবেন। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কেউ তাঁর কাছে কোনও সমস্যা নিয়ে গেলে, জনতার প্রকৃত সেবক হিসেবেই তিনি তাঁদের সমস্যা সমাধানে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। জীবনের অন্তিম লগ্নে অসুস্থ হওয়ার পরও কোনও সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হলে, তিনি ধৈর্য সহকারে সবকিছু শুনে সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। গৌরব আরও বলেন, জাতিধর্মবর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে রাজ্যের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর জনগণকে নিয়ে একসাথে চলাই ছিল প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের মূল মন্ত্র। প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রীর চিন্তাধারা ও নীতি আদর্শকে নবপ্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান সাংসদ গৌরব গগৈ।

সর্বধর্ম প্রার্থনাসভায় প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদ বলেন, প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ তাঁকে নিজের ছেলের মতো স্নেহ করতেন। যে কোনও সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হলে তিনি নির্দধায় তা সমাধানের পথ বলে দিতেন। একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর মধ্যে কোনও অহঙ্কার ছিল না। তিনি প্রকৃতই একজন রাষ্ট্রীয় স্তরের নেতা ছিলেন। কঠিন পরিস্থিতিতেও তিনি যেভাবে ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতেন, তা ছিল এক শিক্ষণীয় বিষয়।

বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন, তরুণ গগৈয়ের মৃত্যুতে তিনি সত্যিকার অর্থে একজন রাজনৈতিক অভিভাবককে হারিয়েছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুতে তাঁর জীবনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা কোনও দিন পূরণ হওয়ার নয়। তবে তাঁর নীতি আদর্শ অবলম্বন করে আগামীদিনে চলাই হবে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি, মন্তব্য করেন বিধায়ক কমলাক্ষ।

প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী বলেন, তরুণ গগৈয়ের মৃত্যুতে রাজ্য রাজনীতিতে যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা কোনওদিন পূরণ হওয়ার নয়। প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের বর্ণময় রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেছে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অজিত সিং, প্রাক্তন বিধায়ক মণিলাল গোয়ালা সহ জেলা কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারীগন।

সর্বধর্ম প্রার্থনাসভার আগে মণিপুরি কীর্তনও পরিবেশিত হয়েযে। জেলা কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারীগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র শাহাদত হুসেন চৌধুরী, প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দেব, সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ নাগ, শহর মণ্ডল সভাপতি তাপসকান্তি পুরকায়স্থ প্রমুখ। শেষে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ ও প্রাক্তন মন্ত্রী অজিত সিংকে সঙ্গে নিয়ে প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের চিতাভস্ম কুশিয়ারার জলে বিসর্জন দিয়ে বাবার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন ছেলে গৌরব গগৈ।

১০০ শতাংশ দর্শক নিয়ে সিনেমা দেখানোর আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি স): প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে সিনে প্রেমীদের মুখে হাঁসি ফুটিয়ে শুরু হল ২৬তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। আজ শুক্রবার নবান্নের সভাঘর থেকে ভার্চুয়ালি চ

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কীভাবে বুঝবেন আপনার স্কিন ক্যান্সার হয়েছে কিনা?

স্কিন ক্যানসার বা চামড়ায় ক্যানসার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চামড়ায় ক্যানসার হলে আমরা বুঝতে পারি না। আর এর পরিণতি ভয়ানক হয়। চামড়ায় ক্যানসার এমন একটা রোগ, যা ছড়ায় তাড়াতাড়ি। আর বুঝতে দেরি হলেই পরিস্থিতি খারাপ হয়ে আপনার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। কীভাবে বুঝবেন আপনার স্কিন ক্যানসার হয়েছে?

চামড়ায় ক্যানসার হয়েছে কিনা তা বোঝার জন্য বেশ কিছু লক্ষণ রয়েছে। তবে চামড়ার ক্যানসার একেবারেই ফেলে রাখা উচিৎ নয়। এতে বিপদের সম্ভাবনাই বেশি।

১) যদি দেখেন আপনার শরীরের কোথাও চামড়ার কোনও একটু জায়গায় গোল দাগ হয়ে গিয়েছে, তাহলে বাড়াবাড়ি হওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। হতে পারে এটিইচামড়ার ক্যানসারের লক্ষণ। ২) চামড়ায় ক্যানসার হলে, চামড়ার উপরিভাগে কালো, গোলাপি, লাল এবং ব্রাউন এই ধরনের দাগ দেখা যায়। এই সমস্ত দাগকে ভুলেও অবহেলা করবেন না।

৩) চামড়ায় এই ধরনের দাগ খুব ছোট হলেও অগ্রাহ্য করবেন না। দাগ ছোট হলেও তা ভয়ঙ্কর।

৪) বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চামড়ার এরকম দাগে চুলকানি না জ্বলুনি দেখা দেয়। এরকম কিছু বুঝলেই সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের কাছে যান।

আবিষ্কৃত নতুন প্রোটিন, শরীরে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করবে

সম্প্রতি গবেষণায় এক ধরনের প্রোটিন আবিষ্কৃত হয়েছে। জানা গিয়েছে, আবিস্কৃত সেই প্রোটিনের মাধ্যমে সারা শরীরে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। ওন্টারিওর গুয়েলফ ইউনিভার্সিটির গবেষকরা জানিয়েছেন যে, ক্যাধেরিন -২২ নামের এই প্রোটিন শরীরে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করে। বিশেষত স্তন এবং মস্তিষ্কের ক্যানসার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ার হার কমাতে সাহায্য করে এই প্রোটিন। অধ্যাপক জিম উনাইক এই প্রসঙ্গে বলেন, ক্যাধেরিন -২২ খুবই শক্তিশালী এক ধরনের প্রোটিন। রোগীর দেহে প্রথম স্টেজে থাকা ক্যানসার গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে দেয় না এই প্রোটিন। ফলে রোগী তাড়াতাড়ি ক্যানসার সারিয়ে সুস্থ হতে পারেন। 'গবেষকরা আরও জানান, খুব কম অক্সিজেন এমন পরিবেশে তাঁরা ক্যানসার কোষের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। টিউমারের মধ্যে থেকে অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দিলেই তাদের শক্তি ক্রমশ কমতে থাকে। তাঁদের মতে, ক্যানসার কোষ থেকে প্রোটিন বের করে দেওয়া সম্ভব।

কী দিয়ে তৈরি হয় প্যাকেট দুধ?

দুধ আমাদের শরীরের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা খাবার। আমাদের শরীরে অনেক ঘাটতি পূরণ করে দুধ। কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছেন, দুধের মাধ্যমে শরীরের ঘাটতি পূরণ করতে গিয়ে উল্টে আরও ক্ষতি করে ফেলছেন না তো?

বাড়িতে বাচ্চা থেকে শুরু করে আমরা সবাই দুধ খেয়ে থাকি। বাচ্চাদের বেশি পরিমাণে দুধ খাওয়ানো হয়। কারণ: এতে তাদের শরীরে অনেক উপকার হয়।

শুধু তাই নয়, শরীরে পুষ্টির অভাব পূরণ করে দুধ। সেই দুধেই মেশানো হচ্ছে ভেজাল। এমন ভেজাল, যা শরীরের ক্ষতি করবে। বেশিরভাগ মানুষই দোকান থেকে প্যাকেট দুধ কিনে খান। সারা দেশে যত পরিমাণ দুধ বিক্রি হয়, তার বেশিরভাগটাই ভেজাল। এই ভেজাল দুধে মেশানো হচ্ছে সাবান, কস্টিক সোডা, গ্লুকোজ, সাদা রং আর তেল। এই সমস্ত উপাদান দিয়েই তৈরি হচ্ছে ভেজাল দুধ। এর সংখ্যাটা ৬৮ শতাংশ। মানে আমাদের দেশে ৬৮ শতাংশ প্যাকেট দুধই ভেজাল।

সারা দেশে প্রায় ২ লক্ষ গ্রামে এই ভেজাল দুধ খাচ্ছে মানুষ। খুব তাড়াতাড়ি যাতে এই ভেজাল দুধ বিক্রি বন্ধ করা যায়। তার জন্য লোকসভায় আবেদন করা হয়েছে।

সুষম খাদ্যের মধ্যে কি ধরনের উপাদান থাকে

বাজার অনেক নানারকম ফল পাওয়া যায়। এনজাইম, মিনারেল, ভিটামিন, প্ল্যান্ট ফাইটোকেমিক্যালে ভরপুর ফল শরীরকে ভাল রাখতে সাহায্য করে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপন করছি আমাদের চারপাশে পাওয়া যায় এমন কিছু ফলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

সুষম খাবার কি?

যে খাদ্যে ভিটামিন, শর্করা, আমিষ, চর্বি, লবণ ও জলের এই ছয়টি উপাদান থাকে।

আমিষ বা প্রোটিন—

প্রোটিন, শ্বেতসার আর স্নেহ পদার্থ আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এরা আমাদের শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে।

বাজারে ওষুধ আকারে বিভিন্ন খনিজ লবণ সমৃদ্ধ ও ভিটামিন ওষুধ কিনতে পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশীয় বিভিন্ন ফল ও শাকসবজি গ্রহণের মাধ্যমে এসব ভিটামিন ও খনিজ লবণ অতি সহজে, সুলভ মূল্যে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ শাকসবজি ও ফলমূল সরাসরি গ্রহণ করলে শরীরের পুষ্টি ও উপকারিতা বেশি পাওয়া যায়।

শর্করা বা শ্বেতসার —

শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাবারগুলো হচ্ছে চাল, আটা, ময়দা, আলু, গুড় চিনি ইত্যাদি।

স্নেহ বা তেলজাতীয় খাদ্য—

ঘি, মাখন, তেল, চর্বি ইত্যাদি চর্বি বা স্নেহজাতীয় খাবার। ভিটামিন। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক সুস্থতা রক্ষায় প্রয়োজন ভিটামিন। এই ভিটামিন আবার এ বি, সি, ডি কে এবং ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর এসব ভিটামিন আমরা সহজেই সরাসরি গ্রহণ করতে পারি বিভিন্ন ফলমূল, শাকসবজি ও বিভিন্ন সুগন্ধি মসলাজাতীয় দ্রব্যের মাধ্যমে। দেশী ফলে এসব ভিটামিন প্রচুর রয়েছে। সাধারণ দেশীয় ফলে, যেমন— কলা, পেঁপে, পেয়ারা, বেল, আম, জাম কাঁঠাল প্রভৃতি ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল। খনিজ লবণ--- ক্যালশিয়াম সর্বাধিক পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ লবণ। ক্যালসিয়াম আমাদের হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত ও শক্তিশালী করে, ক্ষয়রোধ করে এবং আর্থ্রারাইটিস, বাত জাতীয় রোগের সাথে লড়াই করে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের ক্যালসিয়ামের অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়াও আয়োডিন গলগন্ড, দুর্বলতা, স্তন ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে থাকে। কডলিভার অয়েল, বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ, আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণ হতে খুব সহজেই আয়োডিন পাওয়া যায়। কডলিভার অয়েলে আয়োডিন ছাড়াও আছে একটি মূল্যবান উপাদান ভিটামিন এ যা অন্ধত্ব ও রাতকানা প্রতিরোধ করে। এছাড়া আরো আছে ক্যালশিয়াম যা শিসুদের হাড় ও দাঁত মজবুত করে।

জল— সব খাদ্যে কমবেশি জল থাকে। খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক ও শোষণ করতে জলের প্রয়োজন। জল রক্ত তরল রাখে এবং মলমূত্রের সাথে দূষিত পদার্থ দেহ থেকে বের করে দেয়। মানুষের দেহের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জল। জলের অভাবে হজমে সমস্যা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।

সন্তানকে নিয়ে মা-বাবাদের উদ্বেগের কারণ

সন্তানকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া দোষের কিছু নয়। তবে মাত্রাতিরিক্ত দুঃশ্চিন্তা হলে আগে নিজেকে নিয়ে একবার ভাবুন।

বিশেষ কারণে ভয় ঃ যদি সবসময় সন্তানের ফলাফল ও স্বাস্থ্য নিয়ে আতঙ্কিত থাকেন তাহলে নিজেকে একটু পরীক্ষা করে নিন, এই ভয়ের মূল কারণ আসলে কী?

যেমন - সন্তান যদি অংকে খারাপ করে তবে আপনি কি তার ফলাফল নিয়ে চিন্তিত? নাকি ছোটবেলা এই বিষয়ে নিজেই কাঁচা ছিলেন বলে সেই ভয়টা এখনও কাজ করে?

উদ্বেগের কারণগুলো লিখে রাখুন ঃ সন্তানের বিষয় আপনার উদ্বেগের কারণগুলো লিখে রাখুন। তখন নিজেই বুঝতে পারবেন আপনি সন্তানের বিষয়ে অতিরিক্ত রক্ষণশীল কিনা।

উদাহরণ স্বরূপ, অপরিচিত কেউ খারাপ কিছু করতে পারে এই শংকায় আপনি হয়ত সন্তানকে বাইরে যেতে দিতে চান না। অভিবাক হিসেবে সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে আপনি সতর্ক থাকেন, ফলে শিশুর স্বাভাবিক উন্নয়ন ঘটবে। সন্তানকে যথার্থ জ্ঞান দিন ঃ সন্তানের জন্য উদ্বেগ কমাতে তাকে পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শিক্ষা দিন। যেমন -সবসময় তো আর সন্তানকে আগলে রাখতে পারবেন না। তাই অপরিচিত মানুষের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হবে এবং অস্বস্তিকর পরিবেশ কীভাবে সামাল দিতে হবে সে সম্পর্কে ছোটবেলা থেকেই শিক্ষা দিন। শান্ত থাকার চর্চা করুন ঃ- গভীর নিঃশ্বাস, ধ্যান এবং সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে পার্কে হাঁটতে যাওয়া এসব করে উদ্বেগ কমিয়ে আনতে পারবেন। ফলে আপনি কেবল শান্ত থাকবেন তা নয় পাশাপাশি সন্তানকেও মনোযোগ সহকারে শেখাতে পারবেন।

উদ্বেগ অনুযায়ী কাজ ঃ যদি সত্যি কোনো কারণে চিন্তিত হন তবে সেই হিসেবে কাজ করুন।

যেমন - সন্তান শেখার অক্ষমতায় ভুগছে তাহলে তার প্রতিমনযোগ দিন। কেবল কম্পিউটার বা গুগলে সমাধান না খুঁজে শিশু বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিন।

শীতে পা ভালো রাখতে সোল থেরাপি

সৌন্দর্যচর্চা মানে শুধুমাত্র মুখেরত্বকের পরিচর্য বা কেশচর্চা নয়, তার মধ্যে আপনার পদযুগলও পড়ে। ঠিকঠাক পরিচর্যা না করলেই সর্বনাশ। দিনের পর দিন যত্নের অভাবে শ্রীহীন হয়ে পড়ে পা দুটি। কিভাবে পায়ের সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনা যায় সে সঙ্গে শরীর এবং মনকেও উজ্জীবিত করে তোলা যায়। তারই খোঁজ মিলবে সোল থেরাপি তে।

যাদের দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় বা কাজের সুবাদে সারাদিনই দৌড়াদৌড়ি করতে হয়, তাদের পায়ের উপর চাপ বেশি পড়ে। মাসল স্টিফ হয়ে যায়, টান ধরে। চেয়ার বহুক্ষণ বসে কাজ করার পর ব্যাক পেনের সমস্যায় নাজেহাল হয়ে পড়ি আমরা।

স্পন্ডালাইটিসের সমস্যায় ভোগেন, কেউ কেউ। দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটার কাজ করা, টিভি দেখার ফলে চোখের সমস্যা নিত্যদিনের ব্যাপার। মাথা ব্যাথায় একেবারে কুপোকাত অবস্থা। ফুড হ্যাবিট ঠিকঠাক না থাকার ফলে স্টমাকে অ্যাসিডিটি, ঠান্ডা লেগে সাইনাস, মাইগ্রেন-এর সমস্যায় জেরবার হয়ে জোগাড়। এই ধরনের নানা সমস্যার সমাধানে সোল থেরাপি একবারে অব্যর্থ ওষুধ।

আমাদের শরীরে যতগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, সে সবকিছুই সোল অর্থাৎ পায়ের তলায় রয়েছে এ তথ্য বোধহয় অনেকেরই অজানা। সোল থেরাপি মূলত হাঁটুর নিচে থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত করা হয়। যার যা সমস্যা সেই অনুযায়ী ম্যাসাজ দেওয়া হয়। এই ম্যাসাজ ডিপ মাসল টিস্যুর সার্কুলেশনের উন্নতি ঘটানোর পাশাপাশি টেনশন কমাতে সাহায্য করে। রিল্যাক্সেশানের কাজ করে। শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। একই সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতারও বৃদ্ধি ঘটে। মূলত সুইডিস ম্যাসাজ, ডিপ টিস্যু ম্যাসাজ, রিফ্লেকসোলজি এবং হট স্টোনথেরাপি দেওয়া হয় সমস্যা বুঝে।

প্রথমে জেনে নেওয়া যাক এই ম্যাস্যাজের দরুণ আমরা কিকি সমস্যা থেকে রেহাই পেতে পারি—

সুইডিস ম্যাসাজ--- এটি একটি কমন ম্যাসাজ। এই ম্যাসাজ মাসলকে রিল্যাক্স করে, ক্লান্তি দূর হয় সে সঙ্গে শরীরের যাবতীয় ব্যথা বেদনা থেকে মুক্তি মেলে। ডিপ টিস্যু ম্যাসাজ--- মাসল এর ওপর বেশি জোর দিয়ে বা চাপ দিয়ে এই ম্যাসাজ করা হয়। পেশিতে টান ধরার সমস্যায় যারা ভোগেন তারা এই ম্যাসাজটি নিলে উপকৃত হবেন। এই ম্যাসাজের ফলে টেনশন দূর হয় এবং শরীরে রিল্যাক্সেশন হয়। বেশি চাপ দিয়ে এই ম্যাসাজ করা হয় বলে এটাকে কানেকটিভ টিস্যু ম্যাসাজও বলা হয়। পেশিতে টান ধরার সমস্যায় যারা ভোগেন তারা এই ম্যাসাজটি নিলে উপকৃত হবেন। এই ম্যাসাজের ফলে টেনশন দূর হয় এবং শরীরে রিল্যাক্সেসন হয়। বেশি চাপ দিয়ে এই ম্যাসাজ করা হয় বলে এটাকে কানেকটিভ ম্যাসাজও বলা হয়। রিফ্লেকসোলজি--- আমাদের শরীরের যে যে অঙ্গে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার নার্ভ পায়ের তলায় ঠিক কোনো জায়গায় রয়েছে তা চিহ্নিত করে ঠিক পার্টিকুলার পয়েন্টে প্রেশার দিয়ে এই ম্যাসাজ করা হয়। পায়ের একটা ম্যাসাজ সারা শরীরকে রিল্যাক্স করে। হট স্টোন থেরাপি— স্টোনকে গরম করে সেটা দিয়ে পায়ের তলায় ম্যাসাজ করা হয়।

সে সঙ্গে হাঁটুর নিচে থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত গরম স্টোন রাখা হয়। হাত বা পায়ে ব্যথা হলে আমরা অনেকেই গরম সেঁক নিয়ে থাকি। এক্ষেত্রেও সে কাজটি হয়। বেসল স্টোন পেশিতে হিট জেনারেট করে। নার্ভাস সিস্টেমকে ভালো রাখতে হট স্টোন থেরাপি এককথায় অনবদ্য।

মায়েদের বুকের দুধ নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা এবং সঠিক পন্থা

শিশু জন্মের পর সাধারণত মা ও শিশুর পাশে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা থাকেন। না জানার কারণে তারা মা ও শিশুরখাবার, খাবারেরর পরিমাণ, পুষ্টি খাওয়ানোর কৌশল নিয়ে নানা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, যা মা ও শিশুর জন্য ক্ষতিকর।

ভুল ধারণা— সন্তান প্রসবের পর প্রথম তিন দিন মায়ের বুকের দুধ আসে না, তাই এই সময় শিশুকে মধু, মিসরির জল বা অন্য কোনো দুধ খাওয়াতে হবে।

সঠিক — তিন দিন পর যখন মায়ের বুকের দুধ দিতে হবে। ওই সময় মায়ের বুকে যতটুকু শালদধু আসে তত্টুকুই শিশুর জন্য যথেষ্ট। শিশু যত ঘন ঘন মায়ের বুকের দুধ পান করবে, তত তাড়াতাড়ি দুধ আসবে। এজন্য তিন দিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। এ সময় শিশুকে অন্য কোনো খাবার দিলে তার ছোট পেট ভরে থাকবে, মায়ের দুধ খেতে চাইবে না এবং মায়ের বুকে দুধ দেরিতে আসবে।

ভুল ধারণা— নবজাতক বা শিশু কান্নাকাটি করলে মনে হয় যে তার ক্ষুধা পেয়েছে।

সঠিক— নবজাতক অনেক কারণে কান্নাকাটি করে থাকে, বিশেষ করে জন্মের পরপরই পৃথিবীর নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে তার একটু সময়ের দরকার হয়। এছাড়া সে মায়ের কোলে বা বুকে থাকতে চায়, অতিরিক্ত গরম অথবা ঠান্ডার কারণেও কান্নাকাটি করতে পারে। কান্নার স ঠিক কারণ খুঁজে বের করা অবশ্যই দরকার। শুধু ক্ষুধার জন্য কান্নাকাটি করে, এমনটি ভাবা উচিত নয়।

ভুল ধারণা— মা শাকসবজি ডাল বা মাছ মাংস ইত্যাদি বা ঝোল জাতীয় খাবার খেলে শিশুর ঠান্ডা লাগে বা কাশি হ য় এবং মায়ের বুকের দুধের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে বলে ধারণা করা হয়। এছাড়া খাবারগগুলো খান তবে শরীরের রস বা জরায়ু শুকাতে দেরি হয়, তাই শুকনো রুটি, শুধু লবণ বা ভর্তা দিয়ে খেতে দেয়া উচিত।

সঠিক--- মায়ের খাদ্যভ্যাসের কারণে বুকের দুধের পরিবর্তন হয় না, যেমন—মা সাধারণ মশলাযুক্ত খাবার, শাক সবজি ফল, মাছ মাংস যাই খান না কেন, তার কারণে শিশুরক কোনো ক্ষতি হয় না, বরং মাকে কম খেতে দিলে মা দুর্বল হয়ে পড়েন এবং অপুষ্টিতে ভোগেন। তাই কোনো মায়ের বেছে খাওয়া উচিত নয়। বরং মাকে কম খেতে দিলে মা দুর্বল হয়ে পড়েন।

প্রতি বেলা স্বাভাবিক খাবারের সঙ্গে একবাটি সবজি এক বাটি ডাল ও পোয়া বাটির বেশি খাবেন। এছাড়া দেশি ফল খাবেন। জলও স্বাভাবিক তাপমাত্রায় খাওয়া যাবে এবং দিনে ৮ গ্লাস জল পান করবেন।

ভুল ধারণা--- সিজারিয়ান ডেলিভারির ক্ষেত্রে শিশু প্রথম ২ থেকে ৩ দিন ভালোভাবে বুকের দুধ পায় না বা দুধ খাওয়াতে পারেন না। এছাড়া ওষুধ খাওয়ার কারণে বুকের দুধ শুকিয়ে যায়।

হলেও মায়ের বুকে ভালোভাবে দুধ আসতে পারে, যদি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে মায়ের দুধ খেতে দেওয়া হয়। অপারেশনের পর মা শুয়ে শুয়ে শিশুকে দুধ খাওয়াতে পারবেন, তবে এ সময় হাসপাতালের দক্ষ সহযোগিতা প্রয়োজন। শিশু যদি খুব ছোট হয় এবং মায়ের বুকের দুধ খেতে পারে না, তখন প্রয়োজনে মায়ের দুধ চিপে বের করে চামচে করে শিশুকে খাওয়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, ওষুধে মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে যায় না।

ভুল ধারণা— বুকের দুধের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য মাকে বিশেষ বিশেষ খাবার খেতে হয়, যেমন— লাউয়ের ঝোল, শিং মাছের ঝোল, ছোট মুরগি, দুধ সাগু ইত্যাদি। এসব খাবারের অভাবে মায়ের বুকের দুধের পরিমাণ কমে যায়।

সঠিক--- মা এধরনের খাবার অবশ্যই খেতে পারেন, তবে এই খাবার না খেলে মায়ের বুকে দুধ তৈরি হবে না বা বুকের দুধের পরিমাণ কমে যাবে, এটা ঠিক নয়। ঘরে যা রান্না হবে তাই একটু বেশি করে মাকে খেতে হবে। তাহলেই প্রয়োজনমতো দুধ আসবে।

থেকে শিশু পারিবারিক সব ধরনের খাবার খেতে পারে বা হজম করতে পারে।

সঠিক— শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে পারিবারিক বাড়তি খাবার দিতে হবে। তবে যেসব খাবার সে হজম করতে পারবে সেগুলোই দিতে হবে।

ভুল ধারণা— প্যাকেট বা টিনজাত খাবার বা তৈরি খাবার, যেমন— জুস, চিপস, বিস্কুট, হরলিকস ইত্যাদি শিশুর জন্য পুষ্টিকর।

সঠিক--- প্যাকেট বা টিনজাত খাবার বা তৈরি খাবার শিশুর জন্য পুষ্টিকর নয়। এধরনের খাবার অনেক সময় শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ এবং ক্ষুধা নষ্ট করে। শিশুকে কখনোই বাইরের খাবার অভ্যাস করানো উচিত নয়। বরং এসবের পরিবর্তে মাছ, মাংস, ডিম, বিভিন্ন ধরনের দেশি ফল, ঘরে তৈরি খাবার শিশুকে দেয়া উচিত।

ভুলধারণা— একটু বেশি বিরতি দিয়ে বুকের দুধ খাওয়ালে বুকে অনেক দুধ জমবে এবং শিশু বেশি দুধ পাবে। বুক ভারি না হলে বা নরম থাকলে বুকে দুধ কম আছে ধরে নিতে হবে। সঠিক— শিশুরা যখনই খেতে চাইবে তখনই বুকের

মমতার সভার পরদিন খেজুরিতে পালটা সভার ডাক শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি. স.) : আগামী ১৮ জানুয়ারি সভা করবে তৃণমূল। পরদিন, মানে ১৯ জানুয়ারি খেজুরিতে পালটা সভা করবে বিজেপি। শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রামের সভামঞ্চ থেকে শুক্রবার জানালেন এ কথা।

নন্দীগ্রাম দিবসে খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে সভা করার কথা ছিল তৃণমূলের। কিন্তু বাদ সাধে তৃণমূল নেতা অখিল গিরির করোনা সংক্রমণ। দলীয় নেতার অসুস্থতার কারণ উল্লেখ করে সভা বাতিলের কথা জানায় তৃণমূল। স্থির হয় সভা হবে ১৮ জানুয়ারি। প্রস্তাবিত ওই সভার পালটা জবাব দিতে ফের সভার ডাক দিলেন শুভেন্দুবাবু।

শুক্রবার রাজনৈতিক উত্তাপে তপ্ত নন্দীগ্রামে হাইভোল্টেজ সভামঞ্চ থেকে তৃণমূলকে বিঁধলেন শুভেন্দু অধিকারী, মুকুল রায়, কৈলাস বিজয়বর্গীয় ও দিলীপ ঘোষরা। এদিন মঞ্চে উঠেন কৈলাস বিজয়বর্গীয় তৃণমূলকে একাধিক ইস্যুতে তোপ দাগেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরও একবার 'ভাইপো' বলে কটাক্ষ করেন।

তবে বিশৃঙ্খলার ফলে নন্দীগ্রামের সভার কিছুটা তাল কাটে। মঞ্চে ওঠেন দিলীপ ঘোষ স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় চাঁচাছোলা ভাষায় ঘাসফুল শিবিরকে আক্রমণ শানান তিনি। বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলবদলের হিড়িক লেগেছে। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তাঁর দাবি, "তৃণমূল দলবদল নিয়ে ভয় পাচ্ছে। দলীয় নেতা-কর্মীদের বাড়িতে পুলিশ পোস্টিং করা হচ্ছে। রান্নাঘরে গেলে রান্নাঘর, বাথরুমে গেলে বাথরুমে পুলিশ যাচ্ছে।" দিলীপবাবুর গলাতেও শোনা গিয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নাম না করে আক্রমণের ঝাঁজ। এছাড়াও আমফান-সহ একাধিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগেও সরব গেরুয়া শিবির।

তৃণমূলকর্মী খুনের ঘটনায় উত্তপ্ত কোচবিহারের মরিচবাড়ি

কোচবিহার, ৮ জানুয়ারি (হি. স.) : বৃহস্পতিবার রাতে কোচবিহার জেলার খোলটা মরিচবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক তৃণমূল কর্মীর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

সূত্রের খবর, মৃত তৃণমূল কর্মীর নাম নিধিরাম মণ্ডল। তিনি কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের দক্ষিণ মরিচবাড়ি এলাকার সক্রিয় তৃণমূল কর্মী বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর শরীরে প্রচুর আঘাতের চিহ্ন মিলেছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। কেউ বা কারা তাঁকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে খুন করেছে বলে অভিযোগ। আর এই খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে কোচবিহারের রাজনীতি।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিধিরামবাবু বাজারে গিয়েছিলেন। রাত ৯টার পর সেখান থেকে ফেরার পথে তাঁকে ঘিরে ধরে নৃশংসভাবে মারধর করে একদল দুষ্কৃতী। এর পরে বাড়ির অদূরে তাঁর রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন প্রতিবেশীরা। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তাঁর মাথায় এবং গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

নিহত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের দাবি, বেশ কয়েক মাস ধরেই নিধিরামবাবুর ওপর স্থানীয় বিজেপি নেতারা চাপ দিচ্ছিলেন পদ্মশিবিরে যোগদানের জন্য। কিন্তু নিধিরামবাবু তাতে রাজি না হওয়ায় বিজেপি নেতারা তাঁকে প্রাণে মারার হুমকিও দেয়। এরপরেই এই ঘটনা।

কোচবিহারের তৃণমূল জেলা সভাপতি পার্থপ্রতিম রায় জানান, এই ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের গ্রেপ্তারির বিষয়ে তিনি পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছেন। বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই কাজ করেছে। নিধিরাম এলাকায় সক্রিয় ও দক্ষ তৃণমূল কর্মী হিসেব পরিচিত ছিলেন। তাই তাঁকে এভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি-র তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, নধিরামের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে দেওয়া হয়েছে।

২০২০ তে অনেককে হারিয়েছি: চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি স): ২০২০ তে ২৬ তম চলচ্চিত্র উৎসবের শুরু হওয়ার কথা থাকলেও করোনা আবহে পিছিয়ে তা আজ শুক্রবার থেকে শুরু হল। যদিও এই প্রথমবার প্রযুক্তির সাহায্যে ভার্চুয়ালি নবান্নর সভাঘর থেকে ভার্চুয়ালি চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। "২০২০ তে অনেককে হারিয়েছি" চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আজ ৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হলো ২৬তম চলচ্চিত্র উৎসব। এই উৎসব চলবে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই প্রথমবার প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে উদ্বোধন হয়েছে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের। নবান্নর সভাঘর থেকে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "গত বছর ধরে যে কি হচ্ছে যারা ভুক্তভোগী নয় তারা বুঝতে পারবে না। সব ফেস্টিভ্যালে এভাবে হচ্ছে। একটা বড় ক্ষতি হয়ে গেছে।করোনার জন্য ছোট করে ফিল্ম ফেস্টিভেল করলাম। করোনা আবহে সবাই এসেছে। ২০২০তে অনেককে হারিয়েছি। তাদের কাছ থেকে আমরা অনেক শিক্ষা পেয়েছি। অনেকেই ভাবে যারা সিনেমায় কাজ করে তারা সেজেগুজে থাকে। কিন্তু তাদের অনেক অধ্যবসায় করতে হয়"।

এদিন নবান্নর সভাঘর থেকে ভার্চুয়ালি চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেখানেই ভার্চুয়ালি চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শাহরুখ খান। তাছাড়াও ভার্চুয়াল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উৎসব সভাপতি রাজ চক্রবর্তী, দেব, মিমি চক্রবর্তী, নুসরত জাহান, গৌতম ঘোষ, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, পাওলি দাম, তনুশ্রী চক্রবর্তী, অরিন্দম শীল, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং ইন্দ্রনীল সেনসহ প্রায় গোটা টলিউড।সিনেমা প্রদর্শনের জন্য প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যাতেও কাটছাঁট করা হয়েছে বলে খবর। জানা গিয়েছে নন্দন, রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চ, রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন-সহ মোট ৬টি জায়গায় সিনেমা দেখানো হবে এবার। সেখানে একটি অ্যাপের মাধ্যমে সিট বুক করতে হবে।

এবারের চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী ছবি সত্যজিৎ-সৌমিত্র জুটির অপুর সংসার

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি স): ২০২০ এই বছরে ইহজগতের মায়া ত্যাগ করে পরলোকে গমন করেছেন একাধিক নামকরা তারকারা। গত বছরেই প্রয়াত হয়েছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আর এরই মাঝে আজ শুক্রবার উদ্বোধন হল কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে উদ্বোধনী ছবি হিসেবে রাখা হয়েছে সত্যজিৎ-সৌমিত্র জুটির "অপুর সংসার"।

২০২০ তে ২৬তম চলচ্চিত্র উৎসবের শুরু হওয়ার কথা থাকলেও করোনা আবহে পিছিয়ে তা আজ শুক্রবার থেকে শুরু হল। ২৬তম চলচ্চিত্র উৎসব চলবে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। নবান্নর সভাঘর থেকে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ২৬ তম চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী ছবি হিসাবে রাখা হয় সত্যজিৎ-সৌমিত্র জুটির "অপুর সংসার"। বাকি দিনগুলির জন্য ৪৫টি দেশের ৮১টি সিনেমা বেছে নিয়েছেন শ্রীজাত, সোহিনী সেনগুপ্তর মত বিচারকরা। বাইরের কোনও অতিথিকে এবার আমন্ত্রণ করা হয়নি। চলতি বছর বর্তমানের পরিস্থিতিতে সিনেমা প্রদর্শনের জন্য প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যাতেও কাটছাঁট করা হয়েছে বলে খবর। জানা গিয়েছে নন্দন, রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চ, রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন-সহ মোট ৬টি জায়গায় সিনেমা দেখানো হবে এবার। সেখানে একটি অ্যাপের মাধ্যমে সিট বুক করতে হবে। কোনও বেসরকারি হলে এবার সিনেমা দেখান হচ্ছে না। চলতি বছর প্রয়াত কিংবদন্তি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে সম্মান জানিয়ে প্রতিদিনই শিশির মঞ্চে দেখানো হচ্ছে তাঁর একটি করে সিনেমা। এছাড়াও থাকছে প্রদর্শনী। এছাড়া তাপস পাল, মনু মুখোপাধ্যায়, সন্তু মুখোপাধ্যায়, অমলা শংকর, ইরফান খান, ঋষি কাপুর প্রয়াত তারকাদের একটি করে সিনেমা চলমান চিত্রের উৎসবে দেখানো হচ্ছে বলে খবর। এদিন নবান্নর সভাঘর থেকে ভার্চুয়ালি চলচ্চিত্র উৎসবের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন শাহরুখ খান।

তাছাড়াও ভার্চুয়াল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উৎসব সভাপতি রাজ চক্রবর্তী, দেব, মিমি চক্রবর্তী, নুসরত জাহান, গৌতম ঘোষ, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত পাওলি দাম, তনুশ্রী চক্রবর্তী, অরিন্দম শীল, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং ইন্দ্রনীল সেনসহ প্রায় গোটা টলিউড।

মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের দাবী দিবস পালন

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি. স.) : দিল্লীর কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে দাবী দিবস পালন করল অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি।

কমিটির পক্ষ থেকে সারা রাজ্য জুড়ে এই দিবস পালিত হয়। কলকাতার শিয়ালদা সংলগ্ন কোলে মার্কেটের সামনে একটি অবস্থান কর্মসূচি হয় দুপুর ১২ টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ। দিল্লীর আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন সিঙ্গুর, শাহিনবাগ ও দিল্লীর কৃষক আন্দোলনের বিশিষ্ট সংগঠক অমিতা বাগ।

সংগঠনের রাজ্য নেত্রী কল্পনা দত্ত বলেন, "উত্তরপ্রদেশের বদায়ুঁতে একজন প্রৌঢ় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর উপর মন্দিরের পুরোহিত ও তার সঙ্গীরা যে বিভৎস অত্যাচার, গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘটিয়েছে তার তীব্র নিন্দা করেন বক্তারা। উল্লেখ্য, ঘটনার মূল অভিযুক্তের নাম সত্যনারায়ণ। বুধবারই তার দুই সাগরেদকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তাদের জেরা করেই সত্যনারায়ণের নাগাল পায় পুলিশ।বৃহস্পতিবার তাকে গ্রেফতার করা হয়।

দাদা যেখানে আমরাও সেদিকেই জানালেন নন্দীগ্রামে শুভেন্দুর সভায় হাজির 'শহিদ' পরিবারের সদস্যরা

নন্দীগ্রাম, ৮ জানুয়ারি (হি. স.) : দাদা যেখানে থাকবেন আমরাও থাকবো সেদিকেই। শুক্রবার নন্দীগ্রামে বিজেপির সভায় যোগ দিয়ে এমনটাই জানালেন 'শহিদ' পরিবারের সদস্যরা। এদিনের এই সভায় হাজির ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, মুকুল রায় ও কৈলাস বিজয়বর্গীয়।

গত ১৯ ডিসেম্বর শুভেন্দু বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরই তিনি নন্দীগ্রামের নিহত মানুষদের পরিবারের সঙ্গে বেইমানি করেছেন বলে প্রচার শুরু করেছিল তৃণমূল। তবে নন্দীগ্রামের 'শহিদ' পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছিলেন, তাঁরা আছেন দাদার সঙ্গেই। এদিন সভায় হাজির হয়ে তাঁরা বুঝিয়ে দিলেন দল নয়, তাঁরা দাদার অনুগামী। এদিন সভাস্থলে শহিদ পরিবারের সদস্যদের আলাদা বসার জায়গা করা হয়েছিল। সেখান থেকেই তাঁরা সমস্বরে জানান, দাদা যেখানে থাকবেন আমরাও থাকবো সেদিকেই। শহিদ পরিবারের সদস্যরা জানান, নন্দীগ্রাম কাণ্ডের পর থেকে গত ১৪ বছর ধরে নিয়মিত তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন শুভেন্দু অধিকারী। পরিবারগুলির পাশে থেকেছেন। চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। ফলে দাদার হাত ছাড়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

শুধু শহিদ পরিবারের সদস্যরা নন, শুভেন্দুর মেগা শোয়ে জমায়েত হয়েছিল ১ লক্ষেরও বেশি সমর্থকের। নন্দীগ্রামের পথে ঘাটে জনসমুদ্র বইছিল আজ। শুভেন্দু প্রমাণ করে দিয়েছেন রং নয় তিনিই শেষ কথা বলেন নন্দীগ্রামে।

বাঁকুড়ায় সাত দফা দাবীতে বিড়ি শ্রমিকদের ডেপুটেশন

বাঁকুড়া, ৮ জানুয়ারি (হি. স.) : বাঁকুড়া জেলা জুড়ে নকল বিড়ি কারবারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ, নয়া শ্রম আইন বাতিল সহ সাত দফা দাবীতে বিড়ি শ্রমিকদের পক্ষ থেকে জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

ডেপুটেশন উপলক্ষে সিটু সমর্থিত বাঁকুড়া জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন এর উদ্যেগে শুক্রবার এক মিছিলের আয়োজন করা হয়।

লালবাজার মোড় থেকে প্রায় পাঁচহাজার বিড়ি শ্রমিক মিছিল সহকারে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে হাজির হয়।সেখানে সিটুর জেলা সম্পাদক-কিঙ্কর পোষাক সহ বিভিন্ন বক্তা বিড়ি শ্রমিদেৰ বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

ছয়ের পাতায়

ভুল কবিতা বলে আর রবীন্দ্রনাথের মতো সেজে বাঙালি হওয়া যাবে না মোদীকে কটাক্ষ সৌগতর

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি. স.) : "দাড়ি রেখে রবীন্দ্রনাথ হওয়ার চেষ্টা করছেন মোদী। এসব করে কোনও লাভ নেই।" নির্বাচনকে টার্গেট করে প্রচার শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। প্রায় প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মিটিং-মিছিল থেকে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করছে তৃণমূল ও বিজেপি নেতারা। শুক্রবার বরিষ্ঠ তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় এই ভাষাতেই নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রীকে।

মোদীর বাংলা কবিতা উচ্চারণে সমস্যা প্রসঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেন, "মোদী বাংলা কবিতা বলছেন, কিন্তু তা ভুল! এভাবে বাঙালি হওয়ার চেষ্টা করছেন। উনি কোনওদিন সঠিকভাবে বাংলায় কবিতা বলতে পারলে তৃণমূলের হয়ে আর সওয়াল করব না।" বরানগরের সভা থেকে কেন্দ্র ও বিজেপি নেতাদের আক্রমণ করেন সৌগত রায়। লাভ জিহাদ ও গো হত্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "গো হত্যা বাংলায় বেআইনি নয়। আর তা হতে দেবে না তৃণমূল। লাভ জিহাদ নিয়ে মামলা হয়েছে। তবে সে বিষয়ে এখনও কোনও রায় ঘোষিত হয়নি। বাংলায় ধর্মনিরপেক্ষতা আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লড়াই চলছে। একুশে মানুষ বুঝিয়ে দেবেন তাঁরা কী চান।" এদিন সভা থেকে কৃষকদের পাশে থাকার বার্তা দেন সৌগতবাবু। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদের এদিনও তিনি 'বহিরাগত' বলে কটাক্ষ করেন। ফের অভিযোগ করেন সাধারণ মৃত্যুতেও রাজনীতির রং লাগাচ্ছে বিজেপি।

সকালে গাঁজা খেয়ে ওরা স্বপ্ন দেখছে বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় আসবে, কটাক্ষ সৌগত রায়ের

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি স): যতই দিন এগোচ্ছে নির্বাচনের ততোই বাড়ছে বিজেপি-তৃণমূল তরজা। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলো শুরু করে দিয়েছে নির্বাচনের প্রস্তুতি। এরই মাঝে শুক্রবার বরানগর থেকে এক সভায় যোগ দিয়ে তীব্র ভাষায় বিজেপিকে আক্রমণ করলেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। তিনি বলেন "সকালে গাঁজা খেয়ে ওরা স্বপ্ন দেখছে বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় আসবে"।

বিজেপির বিরুদ্ধে সুর ছড়িয়ে সৌগত রায় বলেন, "সকালে গাঁজা খেয়ে ওরা স্বপ্ন দেখছে বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় আসবে। গো মাংস ভক্ষন-বিরোধী আইন তৃণমূল ক্ষমতায় আসলে কোনওদিন লাগু করবে না। এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি"। লাভ জিহাদ ও গো হত্যা প্রসঙ্গ তুলে সৌগত রায় আরও বলেন, "গো হত্যা বাংলায় বেআইনি নয়। আর তা হতে দেবে না তৃণমূল। লাভ জিহাদ নিয়ে মামলা হয়েছে। তবে সে বিষয়ে এখনও কোনও রায় ঘোষিত হয়নি। বাংলায় ধর্মনিরপেক্ষতা আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লড়াই চলছে। একুশে মানুষ বুঝিয়ে দেবেন তাঁরা কী চান। দাঁড়ি রেখে রবীন্দ্রনাথ হওয়ার চেষ্টা করছেন মোদি। এসব করে কোনও লাভ নেই "।

লচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত কিং খান

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি স): কথা রাখলেন শাহরুখ খান। প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেন কিং খান। যদিও চলতি বছর করোনা আবহে প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে হলো কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের শুরু। আর তাই শুক্রবার নবান্নর সভাঘর থেকে ভার্চুয়ালি চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেখানেই ভার্চুয়ালি চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন উপস্থিত ছিলেন শাহরুখ খান।

ভার্চুয়ালি চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী শাহরুখ খান কে প্রশ্ন করেন "কেমন আছো শাহরুখ"? মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন শুনে অভিনেতা বাংলায় বলেন, "ভালো আছি"। ২৬তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচিত্র উৎসবের উদ্বোধন নিয়ে কিং খান আরও বলেন, " ২০১১ থেকে সবসময় এসেছি। এবার না আসতে পারায় মনটা খারাপ। কলকাতা আমার কাছে পরিবারের মত। তাই ভারচুয়ালি যোগ দিয়েছি। আমরা মানুষের ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করতে পারি। করোনা কালেও মানুষকে বিনোদন দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তাই এই বছরটা গোটা বিশ্বের বিনোদনের জন্য উৎসর্গ করা উচিত। তবে এমন একটা দিনে সবাইকে খুব মিস করছেন তিনি। মমতাদিকে এবার আলিঙ্গন করা হল না। পরেরবার এলে বেশি করে জড়িয়ে ধরব"। এরপরেই মুখ্যমন্ত্রী কিং খানের কাছে আবদার করেন রাখিতে আসার। দিদির কথা ফেলতে না পেরে রাখিতে আসার জন্য কথা দিলেন কিং খান।

২৬তম চলচ্চিত্র উৎসব ২০২০ তে হওয়ার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে হচ্ছে চলতি বছর ২০২১ সালে। ২৬তম চলচ্চিত্র উৎসব আজ ৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে চলবে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই প্রথমবার প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে হচ্ছে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন। নবান্নর সভাঘর থেকে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে, ভার্চুয়াল হলেও সেখানে উপস্থিত ছিলেন একাধিক তারকা। উপস্থিত ছিলেন উৎসব সভাপতি রাজ চক্রবর্তী, দেব মিমি চক্রবর্তী, নুসরত জাহান, গৌতম ঘোষ, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, পাওলি দাম, তনুশ্রী চক্রবর্তী, অরিন্দম শীল, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং ইন্দ্রনীল সেনসহ প্রায় গোটা টলিউড।সিনেমা প্রদর্শনের জন্য প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যাতেও কাটছাঁট করা হয়েছে বলে খবর। জানা গিয়েছে নন্দন, রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চ, রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন-সহ মোট ৬টি জায়গায় সিনেমা দেখানো হবে এবার। সেখানে একটি অ্যাপের মাধ্যমে সিট বুক করতে হবে।

অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে মৌলালিতে পথে কংগ্রেস

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি স): রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে শুরু হয়ে গিয়েছে নির্বাচনের প্রস্তুতি। আর কয়েক দিনের অপেক্ষাতেই একুশের নির্বাচন। নির্বাচনের আগেই একাধিক দাবি নিয়ে শুক্রবার রাজপথে কংগ্রেস।

বর্তমানে পাখির চোখ একুশের নির্বাচনে। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলি শুরু করে দিয়েছে নির্বাচনকে

ছয়ের পাতায়

ঘরের দাবিতে এবার পথে নামল আলাপিনী মহিলা সমিতির সদস্যারা

শান্তিনিকেতন , ৮ জানুয়ারি (হি. স.) : এতদিন অবস্থা বিক্ষোভ, চিঠি আদান প্রদানের পর এবার পথে নামল তারা।

আলাপিনীর অধিবেশন কক্ষ ফিরিয়ে দেবার দাবিতে এবার রাস্তায় নামল সমিতির সদস্যরা।আশ্রম এলাকাজুড়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গাইতে পদযাত্রা করছেন তারা। একই সঙ্গে অমর্ত্য সেনের বাড়ি জায়গা বিতর্কে ও বিশ্বভারতীর ভুমিকা সমালোচনা করা হয় এদিনের মিছিল থেকে। হাতে প্রতিবাদী ব্যানার পোস্টার নিয়ে।। সমিতির সদস্যারা ছাড়াও মিছিলে হাঁটছেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী আশ্রমিকরা।

শুক্রবার নিজেদের ঘর ফিরে পেতে অমর্ত্য সেনের "প্রতীচী" বাড়ির সামনে থেকে পদযাত্রা শুরু করলেন আলাপিনী মহিলা সমিতির সদস্যারা। শুধু তারাই নয় এদিন তাদের সঙ্গে প্রতিবাদ মিছিলে যোগদেন প্রাক্তনী, আশ্রমিকসহ ছাত্র ছাত্রীদের একাংশ।

কন্যা অমিতা সেনের বাড়ির সামনে থেকে এদিন মিছিল শুরু হয়। আশ্রম এলাকাজুড়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গাইতে পদযাত্রা করছেন তাঁরা। প্রতিবাদী ব্যানার পোস্টার নিয়ে পথে নামেন তারা।তাদের অভিযোগ, যে ভাবে কর্মী পরিষদের প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে সমিতির পদাধিকারী দের নামে কুৎসিত মন্তব্য করা হয়েছে তা নিয়ে সোচ্চার হয় সমিতির সদস্যরা। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী আশ্রমিকরা অংশ নিয়েছেন এই পদযাত্রায়। এমনকী অমর্ত্য সেনের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ প্রসঙ্গেও প্রতিবাদ করেন তাঁরা।আলাপিনী মহিলা সমিতি সভানেত্রী অপর্ণা দাস মহাপাত্র বলেন, 'আমরা বার বার উপাচার্য সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধান করতে চাইলেও পাল্টা বিশ্বভারতী আমাদের কুৎসা করেছে। আমরা আমাদের অধিবেশন কক্ষ ফেরৎ চেয়ে পথে নেমেছি।'

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় আশ্রমের ভিতরে গড়ে ওঠে 'আলাপিনী মহিলা সমিতি'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আলাপিনী নামকরণ করেছিলেন। প্রতিমা দেবী থেকে শুরু করে ঠাকুরবাড়ির মহিলারা এই সমিতির সদস্যা ছিলেন। সমিতির উদ্যোগে 'শ্রেয়শী' নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে আসছে।

। এই পত্রিকাটির নামকরণও করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী এই সমিতির সদস্যা ছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য হন। তখন আশ্রমের ভিতর পাঠভবনের গায়ে আলাপিনী মহিলা সমিতির জন্য একটি ঘর দিয়েছিলেন। মাটির বাড়ি, ঘরের ছাউনি। এই বাড়িতেই মাসে দুবার করে বসে মহিলা সমিতির সভা। আশ্রম শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত এই সমিতি। কবিপত্নী থেকে শুরু করে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মা অমিতা সেনের মতন বিশিষ্টরা এখানের সদস্যা থেকেছেন। সেই ঐতিহ্যবাহী মহিলা সমিতি কার্যত বন্ধ করে দিলেও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ।

সিঙ্গুরে মমতার কথায় টাটাদের তাড়িয়ে ভুল করেছি, ফল ভুগছে বাংলার যুব সম্প্রদায় মুকুল রায়

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি. স.) : "আমরা জিততে পারলে শিল্পোদ্যোগের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করব টাটাকে আবার সিঙ্গুরে ফেরানোর জন্য।"শুক্রবার নন্দীগ্রামের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা বলেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। সেখানে তিনি বলেন, "সিঙ্গুরে আন্দোলনে দাঁড়িয়ে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ দিয়ে আমারা বাংলার যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্যায় করেছি। টাটাকে তাড়িয়ে দেওয়ার ফলে নতুন কোনও

ছয়ের পাতায়

শুরুতেই তাল কাটছে রাজ্যে বামেদের নির্বাচনী সমঝোতায়

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি. স.) : এবার আর জোটের নামে আত্মসমর্পণ করবেন না তাঁরা। বাম শরিক দলগুলো তাদের 'বড় দাদা' সিপিএম-কে জানিয়ে দিল এই কথা। শুক্রবার নিজেদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন তাঁরা।

বৃহস্পতিবার বাম নেতাদের সঙ্গে জোট নিয়ে আলোচনায় বসেছিল কংগ্রেস। সেই বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র, কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য, আব্দুল মান্নান, ফরওয়ার্ড ব্লকের নরেন চট্টপাধ্যায়, সিপিআইয়ের স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরএসপি-র মনোজ ভট্টাচার্য। সেই বৈঠকেই নাকি ১৪৫টি আসনের দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। তবে সেই দাবি মানতে নারাজ সিপিএম সহ বাম শরিকদলগুলি।

বাম শরিকদের যে এলাকাগুলিতে এখনও শক্তি রয়েছে, সেখানেও আসন দাবি করেছে কংগ্রেস। নিজেদের ক্ষতি করে এবারে বাম শরিকদলগুলি যে আর কংগ্রেসের হাত ধরতে পারবে না সে কথা ওই বৈঠকেই বেশ স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন বাম শরিক দলের নেতারা।

এই বিষয়ে বাম শরিকদলগুলির বক্তব্য, বাংলায় যে এলাকাগুলিতে তাঁদের এখনও শক্তি রয়ে গিয়েছে, সেগুলিও ছেড়ে দিলে দলের আর অস্বস্তি থাকবে না। কর্মী-সমর্থকরাও উৎসাহ হারাবেন। ২০১৬ সালে শরিকদের কথা শোনেনি সিপিএম। তার পরিণতি কী হতে পারে তা তাঁরা দেখে নিয়েছেন। তাই এবার সাবধানী তাঁরাও।

শরিক দলের নেতাদের বক্তব্য, ২০১৬ সালের পুনঃরাবৃত্তি কিছুতেই ২০২১ সালে ঘটতে দেওয়া হবে না। বামফ্রন্টের দোহাই দিয়ে জোটের নামে কংগ্রেসের পায়

ভোটের আগে পরিত্যক্ত, অসম্পূর্ণ উড়ালপুলের বিপজ্জনক অংশটি ভাঙতে উদ্যোগী রাজ্য

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যে গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রবল আলোড়ন হয় পোস্তা উড়ালপুল দুর্ঘটনায়। প্রচারে মাত্রা পেয়েছিল বিষয়টি। রাজ্য সরকার চায় আগামী ভোটের আগে পরিত্যক্ত, অসম্পূর্ণ উড়ালপুলের বিপজ্জনক অংশটি ভেঙে ফেলতে।

২০১৬ সালের ৩১ মার্চ আচমকা প্রায় ৪০ মিটার দীর্ঘ এই নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের একটি অংশ ভেঙে পড়ে। ওই ঘটনায় মারা যান ২৮ জন। সরকার সেই সময় দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। এর নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত হায়দরাবাদের একটি সংস্থা ও প্রকল্প দেখভালের দায়িত্বে থাকা কেএমডিএ-র কয়েকজন আধিকারিককে গ্রেফতার করা হয়। সেই বিচার এখনও চলছে।

এই অসমাপ্ত উড়ালপুলের ভবিষ্যৎ কী, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। দুর্ঘটনার পর মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। আইআইটি'র বিশেষজ্ঞদের নিয়েও একটি কমিটি গঠন করা হয়। ওই উড়ালপুলকে রেখেই পুনর্নির্মাণ করা হবে, নাকি পুরোপুরি ভেঙে ফেলা হবে, সেই সিদ্ধান্ত এখনও নেয়নি সরকার।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সেতু বিশেষজ্ঞ ভি কে রায়নাকে পোস্তা উড়ালপুলের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য ডেকে আনে রাজ্য সরকার। তাঁর নেতৃত্বে কেএমডিএ এবং পূর্ত দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা পোস্তা প্রকল্পের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। রায়না তাঁর রিপোর্টে জানিয়ে দিয়েছেন, পোস্তা ফ্লাইওভারের যা অবস্থা, তাতে এটি ভেঙে ফেলাই ভালো। দরকারে নতুন করে তৈরি করা যেতে পারে। উড়ালপুলের নির্মাণের নকশা, নির্মাণ পদ্ধতিতে গলদ ছিল বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিবেকানন্দ রোডে নির্মীয়মাণ এই উড়ালপুলের ভেঙে পড়া অংশ সেই সময় সরানো হলেও বাকি অংশ সেভাবেই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তবে রোদ-জল-বৃষ্টি আর দেখভালের অভাবে এই অসমাপ্ত সেতু এখন বিপজ্জনক চেহারা নিয়েছে। ক্রমেই বাড়ছে বিপদ। কারণ মাথার উপর মরচে ধরা ব্রিজের লোহা। আর নীচে দিয়ে নিত্য যাতায়াত করছে অসংখ্য গাড়ি, বাস আর কয়েক হাজার মানুষ। কলকাতায় খাদ্যসামগ্রীর সব থেকে বড় পাইকারি বাজারও এই অঞ্চলে। দুর্ঘটনা এড়ানোই এখন প্রশাসনের অন্যতম লক্ষ্য। তাই ধসে পড়া উড়ালপুলের কিছু বিপজ্জনক অংশ আপাতত ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এর জন্য ডাকা আগ্রহপত্রে (এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট) পাঁচটি সংস্থা সাড়া দিয়েছে বলে কেএমডিএ সূত্রে জানা গিয়েছে। তারা চায়, টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করে দ্রুত উড়ালপুলের বিপজ্জনক অংশ ভেঙে ফেলতে।নির্মাণকাজে ব্যবহৃত কাঁচামালের গুণমানও ঠিক ছিল না বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ২০০৮ সালে বামফ্রন্ট রাজ্যে ক্ষমতায় থাকাকালীন উড়ালপুল তৈরির দায়িত্ব একটি বেসরকারি সংস্থাকে দিয়েছিল। ২.২ কিলোমিটার দীর্ঘ উড়ালপুল ২০১০ সালে শেষ করার কথা থাকলেও, তা করা যায়নি। দেরি হওয়ায় খরচও বাড়ে। প্রথমে ১৬০ কোটি টাকা খরচ হবে বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু যখন এটি অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় ভেঙে পড়ে, তখনই ১৩০ কোটি টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

রায়না পোস্তা উড়ালপুলটি পুরোপুরি ভেঙে ফেলার সুপারিশ করলেও এখনও তা গ্রহণ করেনি সরকার। কেএমডিএ সূত্রে খবর, মুখ্যসচিবের নেতৃত্বধীন কমিটি এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। আপাতত বিপজ্জনক অংশ ভেঙে ফেলা হবে। পোস্তা উড়ালপুলের ভবিষ্যৎ চূড়ান্ত হবে বিধানসভা ভোটের পর।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৫৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সূচনা হল এলএডি ইন্ডাস্ট্রির

নিজস্ব প্রতিনিধি, জোলাইবাড়ি, ৪ জানুয়ারি।। জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইসচেয়ারম্যানের হাতধরে শুভ সূচনাকরাহলো এল এ ডি ইন্ডাসির। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর ঠাকুর ছড়া এলাকায় জোলাইবাড়ীর দুই যুবকের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে এল এ ডি বাল্ব তৈরিকরার কারখানা। আজকে ফিতা কেটে ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে এই কারখানার শুভ সূচনা করেন জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত। উদ্ভোদকের পাশাপাশি আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান অশোক মগ, বিশিষ্ট সমাজসেবী পুলক ভৌমিক, এলাকার প্রধান, জোলাইবাড়ী গ্রামীন ব্যাঙ্কের মেনেজার সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দরা। অনুষ্ঠান শেষে সংবাদমাধ্যমের সামনে এই ফেক্টরি নির্মানের বিভিন্ন উপকারিতা দিকগুলি সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত। তিনি জানান এই কারখানা সঠিকভাবে চললে এলাকার অনেক বেকার যুবকের কর্মসংস্থানহবে। অপরদিকে এই কারখানটি সঠিকভাবে চললে দক্ষিন ত্রিপুরার লোকজন বিশেষ উপকৃত হবে বলে জানান।

কাকুলিয়া বন দপ্তরের খামখেয়ালিপনায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা স্মৃতি ইকোপার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৮ জানুয়ারি।। রাজ্যের পর্যটন দপ্তর রাজ্যের সবকয়টি পর্যটন কেন্দ্র ও লোকজনদের বিনোদনের জন্য ইকোপার্ককে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা চালিয়েযাচ্ছে। এরইমধ্যে কিছুসংখ্যক দপ্তরের কর্মীদের কারনে পর্যটন দপ্তরের প্রচেষ্টা বিফল হতেযাচ্ছে। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর সাঁচীরামবাড়ী এলাকায় লোকজনদের বিনোদনের জন্য সরকারি অর্থব্যায়করে নির্মানকরাহলো শহীদ ধনঞ্জয় ত্রিপুরা স্মৃতি ইকোপার্ক। এই পার্কটির নির্মানের পর কিছুদিন সবকিছু ঠিকঠাক চললেও বর্তমানে বগাফা বনদপ্তরের ও কাকুলিয়া ফরেষ্ট রেঞ্জের খামখেয়ালি পনায় সমস্ত পার্কটি ধ্বংসের মুখে। এখন পিকনিকের মরসুমে রাজ্যের বিভিন্নপ্রান্ত থেকে ভ্রমন পিপাসু লোকজনেরা এই পার্কে পিকনিকের জন্য আসে।

কিন্তু পার্কের পরিকাঠামো দেখে সকলে নিরাশ হয়ে ঘরে ফিয়েযায়। পার্কে পিকনিক করতে আসা লোকজনদের সঙ্গে কথাবলে জানাযায় পিকনিক করার জন্য বনদপ্তরকে প্রতিগাড়ী পিছু ৪০০ টাকা করেদিতেহয়। লোকজনদের কাছথেকে বনদপ্তর যেপরিমানে টাকা সংগ্রহ করছে তাদিয়ে লোকজনদের সঠিক পরিষেবা দিচ্ছেনা বনদপ্তর। এই পার্কে যারা পিকনিক করতে আসে তাদের পানীয় জলের বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিন হতেহয়। রাজ্যসরকার অর্থব্যায় করে এই পার্কে আগত লোকজনদের জন্য অনেকগুলি জলের টেপ নির্মান করেছে যাবর্তমানে জঙ্গলে ও আবর্জনায় পরিপূর্ন হয়েরয়েছে।

এক কথায় বলাচলে বনদপ্তরের খামখেয়ালীপনায় এই পার্কটি ধ্বংসের মুখে চলেযাচ্ছে ও লোকজনের এই পার্কে আসার আগ্রহ কম দেখাচ্ছে। এইসমস্ত বিষয়ে জেলা বন আধিকারিক সঞ্জীব দাস , বগাফা বন আধিকারিক জয়নাল্য আচার্যি ও কাকুলিয়া ফরেষ্ট রেঞ্জার শিবু দাস সবকিছু জেনেও নিরব দর্শকের ভূমিকা পালনকরছে বলে অভিযোগ। উনারা দিনের পর দিন নীরবে পার্কে আগত লোকজনদের পকেট কেটেযাচ্ছে বলে অভিযোগ। পার্কের এই দুর অবস্থা সম্পর্কে কাকুলিয়া ফরেষ্ট রেঞ্জার শিবু দাসের নিকট জানতে চালইলে তিনি সংবাদ মাধ্যমের সামনে কিছু বলতে নারাজ। এখন দেখার বিষয় পর্যটকদের দিকে নজরদিয়ে পার্কের সোন্দর্যয়ান বৃদ্ধীতে ও পর্যটকদের সঠিকপরিষেবা প্রদানে পর্যটন দপ্তর কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

ডম্বুরনগরে শিশু দিবস উৎযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। ডুম্বুর নগর আইসিডিএস প্রজেক্টের উদ্যোগে শুক্রবার শিশু দিবস উৎযাপন করা হয়। এই দিন গন্ডাছড়া টাউন হলে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্টানের শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী আদিত্য সরকার। তাছাড়া বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপসিত ছিলেন ধলাই এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার টিটিএএডিসি এলাকার সমাজ কল্যান ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের এডিসন্যাল পি.ও তথা গন্ডাছড়া মহকুমা সিডিপিও দীপক লাল সাহা, সিডিপিও ইনচার্স মঙ্গল রাংঙ্কল, সাংবাদিক রামু দেবনাথ প্রমুখ। এই দিন শিশুরা নিত্য, কবিতা আবৃত্তিতে অংশ গ্রহন করেন। শেষে শিশুদের মধ্যে পুরস্কার বিতরন করা হয়। সিডিপিও দীপক লাল সাহা শিশু দিবসের গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন। তিনি আরো জানান গত বছর ১৪ নভেম্বর শিশু দিবসটি করার কথা ছিল কিন্তু করোনা পরিসিতির জন্য শিশু দিবসটি করা সম্ভব ছিল না। এই দিন সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে শিশু দিবসটি উৎযাপন করা হয়। শিশু দিবসে শিশুদের পাশাপাশি মায়েদের উপসিতি বেশ সাড়া পড়ে।

পর্যটন রেলের যাত্রা হবে আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে এন্ড ক্যাটারিং ট্যুরিজম কর্পোরেশনের উদ্যোগে আগরতলা থেকে পর্যটন ট্রেন চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।শুক্রবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান এডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার অনুজ দত্ত। আগামী ২৩ জানুয়ারি থেকে আগরতলা থেকে পর্যটন ট্রেনের যাত্রা শুরু হবে।ভারত দর্শন বিশেষ পর্যটন ট্রেনের যাত্রা শুরু করা উপলক্ষেই অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার অনুজ দত্ত সাংবাদিক সম্মেলনে শমিল হন। তিনি জানান যাত্রী পিছু ভাড়া হবে ৮৫০৫ টাকা। অবশ্য এর মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া সহ যাবতীয় ব্যবস্থা থাকবে। এডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার আরো জানান ভারত দর্শন বিশেষ পর্যটক ট্রেন দেশের অন্যান্য স্থানেও চালু হয়েছে।এই পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য তিনি রাজ্যবাসীর সহ সকল স্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

কংগ্রেস

পাচের পাতার পর

লক্ষ্য রেখে সভা মিছিল-মিটিং। আর এবার কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করে পথে নামল কংগ্রেস। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি আইন বাতিলের দাবি সহ রাজ্য নারী নির্যাতন বন্ধ হোক একাধিক দাবি নিয়ে পথে নামে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা। এদিন অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে মিছিল করে কংগ্রেস। মৌলালি থেকে মিছিল শুরু হয়ে শেষ হয় ধর্মতলায়। মিছিলে অধীর চৌধুরী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য ছাড়াও অন্যান্য কর্মী সমর্থকরা।

মুকুল রায়

পাচের পাতার পর

কলকারখানা বাংলায় হয়নি।"

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ভরসায় ২০০৬-এর মে মাসে সিঙ্গুরে ন্যানো কারখানা তৈরির কথা ঘোষণা করে টাটা। ২০০৭-এর গোড়ায় কারখানা তৈরির কাজ শুরু করে টাটা। কলকাতা হাইকোর্ট রায় দেয়, সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণে ভুল করেনি বাম সরকার। আন্দোলনে সিঙ্গুরের সানাপাড়ায় ধর্নায় বসলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৫ দিনের ধর্নায় অবরুদ্ধ দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে। কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হল টাটারা। রাজভবনে ততকালীন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর মধ্যস্থতায় বুদ্ধদেব -মমতা মুখোমুখি হলেও ভেস্তে গেল আলোচনা। ২০০৮-এর ৩ অক্টোবর রতন টাটা ঘোষণা করেন প্রকল্পটি নিয়ে যাওয়া হবে গুজরাটের সানন্দে। পরদিনের দৈনিকের শিরোনাম ছিল, "মমতার জন্যই সিঙ্গুর ছাড়লাম"।

মুকুলবাবু বলেন, অনেকেই জানে না এখানে যখন আন্দোলন হচ্ছে তার কয়েক মাস পরোই আন্দোলন হয়েছে নন্দীগ্রামে। যে যতই চিৎকার করুক না কেন, নন্দীগ্রাম আন্দোলনটিকে যাঁরা বুকের মধ্যে আগলে রেখে লড়াই করেছিলেন সেই লড়াইয়ে অন্যতম সেনাপতির নাম শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রাম আন্দোলনে আমার একটি ন্যূনতম অবদান ছিল।

মিছিল

● **প্রথম পাতার পর**

স্বাস্থ্য পরিসেবা বেসরকারিকরন যাবে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন।স্বাস্থ্যপরিসেবাকে সার্বজনীন দেওয়ার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।সামাজিক নিরাপত্তা চিকিৎসা পরিষেবা আবাসন এবং শিক্ষা সহ অন্যান্য বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে শ্রম আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সিটুর রাজ্য সভাপতি মানিক আরো বলেন কেন্দ্রীয় সরকার যে শ্রমিক বিরোধী আইন তৈরি করেছে সেই শ্রম আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম বিরোধী শ্রম আইনের প্রতিবাদ জানাতে গোটা দেশজুড়ে আন্দোলন সংগঠিত করা হচ্ছে বলেও তিনি জানান।রাজধানী আগরতলা শহর ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আজ এ ধরনের প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে বলে খবর মিলেছে।কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

বিষয়টি নিয়ে বৈঠক উত্তপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে, আতঙ্ক বাড়িয়ে ভারতে করোনাভাইরাসের নতুন স্ট্রেনে আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছে গেল ৮২-তে। গত বুধবার পর্যন্ত ভারতে নতুন করোনা-স্ট্রেনে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৭১, শুক্রবার সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮২। শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে করোনাভাইরাসের নতুন স্ট্রেনে আক্রান্তের সংখ্যা ৮২-তে পৌঁছে গিয়েছে। অর্থাৎ বিগত ৪৮ ঘন্টায় ভারতে আরও ১১ জনের শরীরে নতুন স্ট্রেনের (প্রজাতি) সন্ধান মিলেছে।

করোনার নতুন স্ট্রেন নিয়ে ব্রিটেনের নাজেহাল অবস্থা। নতুন করে লকডাউন চলছে সেখানে। ব্রিটেন থেকে ছড়িয়ে পড়া এই নয়া স্ট্রেনের করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে বিভিন্ন পদক্ষেপ করেছে ভারত সরকার। তা সত্বেও সংক্রমণে রাশ টানাই যাচ্ছে না। এদিকে, শুক্রবারই ব্রিটেন থেকে ভারতে যাত্রীবাহী বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে ভারত সরকার। ফলে আতঙ্ক আরও বাড়ছে।

ব্যক্তি

● **প্রথম পাতার পর**

প্রক্রিয়া শুরু হয় পশ্চিম জেলার ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে। মামলার শুনানি চলাকালিন সময় মোট ১৪ জন সাক্ষির সাখ্য বাক্য গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘ দিন শুনানি চলার পর শুক্রবার বিচারক অভিযুক্ত সমীর মুণ্ডাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। আগামি সোমবার সমীর মুণ্ডার সাজা ঘোষণা করা হবে বলে জানান সরকার পক্ষের আইনজীবী অরবিন্দ দেব। তিনি আরও জানান ২০২০ সালে এই মামলার বিচার প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যেত। কিন্তু করোনা ভাইরাসের প্রকোপের কারনে বিচার প্রক্রিয়া শেষ হতে কিছুটা সময় বেশি লেগেছে।

রান

● **প্রথম পাতার পর**

কোভিড টিকা মনিটরিং টিমের সদস্য সহ ইউএনডিপি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আধিকারিকগণ এদিন রাজ্যের বিভিন্ন টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এদিকে টিকাকরণ মহড়ার পর প্রতিটি জেলায় জেলাশাসকের নেত'ত্বে ডিস্ট্রিক্ট টাস্ক ফোর্স মিটিং করা হয়েছে। মিটিং-এ সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়, অসুবিধার দিকগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা এই সংবাদ জানান।

ছাত্র

● **প্রথম পাতার পর**

কান্নায় ভেঙে পড়েন শিশুটির পরিবারের লোকজন।

পরবর্তী সময়ে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল থেকে ১০২ আম্বুলান্স এর মাধ্যমে জিবিপিতে রেফার করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ আরো কয়েকজন শিক্ষক ছুটে যান বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ।চড়িলাম থেকে বেশ কয়েকজন যুবক বিশালগড় হাসপাতাল থেকে এম্বুলেন্স এর মাধ্যমে ছাত্রটিকে নিয়ে যায় । এই ঘটনায় ছিঃ ছিঃ রব ওঠে।

১০৩২৩

● **প্রথম পাতার পর**

শিক্ষিকারা জানায় ৯ মাস ধরে তাদের চাকুরি নেই। ৩৩ দিন ধরে তারা গনঅবস্থান চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের তো খেয়ে বেচে থাকতে হবে, তাই তারা এইদিন সকলের কাছ থেকে দান সংগ্রহ করছে। এক প্রকার হতাশার সাথে তারা জানায় দীর্ঘ বছর শিক্ষকতা করার পর এইটা তাদের প্রতিদান। এই বিষয়টিকে সমাজের সামনে তুলে ধরতে তারা দান সংগ্রহ করছে।

গভীর

● **প্রথম পাতার পর**

শাসক প্রসূন দে সহ অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবার নির্দেশ দেন এবং সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

অষ্টম

● **প্রথম পাতার পর**

গোয়েল। বৈঠকের প্রাক্কালে এদিনের আলোচনা ফলপ্রসূ হবে বলেই আশা প্রকাশ করেছিলেন নরেন্দ্র সিং তোমর। কিন্তু, অষ্টম রাউন্ডের বৈঠকেও কোনও সমাধান সূত্র মিলল না। কেন্দ্রীয় সরকার এবং কৃষকদের সংগঠনের মধ্যে ফের বৈঠক হবে আগামী ১৫ জানুয়ারি।

শোভন-বৈশাখী

তিনের পাতার পর

অর্থে বিজেপিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়নি শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কার্যত তিন বছর রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন এই দুঁদে রাজনীতিবিদ। অথচ এই একই সময়ে তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানেও দেখা গিয়েছিল তাকে। এই সব কিছুকেই শুরু হয়েছিল জল্পনা তবে কি ফের ঘাসফুল শিবিরে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন দিদির প্রিয় কানন অন্যদিকে, শোভন চট্টোপাধ্যায়কে এতদিন তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়নি বিজেপিতে। তবে বিধানসভা নির্বাচনের আগেই তাঁর দায়িত্ব বৃদ্ধি ঘটেছে। এরপরে বিজেপির মিছিলেও তাকে দেখা যাবে বলে জানানো হল বৈশাখীদেবীর তরফে। বলা যায় কার্যত তিন বছর পর ফের আবার রাস্তায় নেমে রাজনীতি করতে দেখা যাবে শোভন চট্টোপাধ্যায়কে।

শ্রমিকদের ডেপুটেশন

পাচের পাতার পর

বিড়ি শিল্প বাঁকুড়া জেলার অন্যতম শিল্প।কয়েক লক্ষ মানুষ এই শিল্পের সাথে যুক্ত।কাঁচা মালের যোগানের সমস্যা ও দাম এই শিল্পকে কঠিন প্রতিযোগীতার মুখে ঠেলে দিয়েছে,অসম প্রতিযোগীতায় এই শিল্প একদিকে যেমন ধুঁকছে, অপরদিকে এক শ্রেনীর অসাধু কারবারী নিম্ন মানের বিড়ি তৈরি করে নামী বিড়ির নকল করে মুনাফা লুঠছে।যার জন্য মার খাচ্ছে আসল বিড়ি প্রস্তুত কারকরা।অবিলম্বে অসাধু কারবারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে জেলার এই শিল্প মার খাবে, রুজি হারিয়ে বহু বেকার হয়ে পড়বেন বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো ও হয়েছে।

দাবাড়ু আর্শিয়ার সম্বর্ধনা

আটের পাতার পর

ক্লাব সম্পাদক প্রণব সরকার ও ক্লাবের স্পোর্টস সাব কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ। চার রাউন্ডের প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন কিরীট দত্ত ও যুগ্ম রানার্স বাদল আরবিট্রার ছিলেন বিশ্বজিৎ নাগ।

প্রভারীর

● **প্রথম পাতার পর**

জেলা পরিষদ নির্বাচনে বিজেপি জয়লাভ করবে বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিজেপির নির্বাচনী রণকৌশল চূড়ান্ত করতে শুরু করেছে।

উপমুখ্যমন্ত্রী জানান বিজেপি ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নাম পাল্টানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।তিনি বলেন রাজ্য মন্ত্রিসভার তরফ থেকেও এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ পাঠানো হয়েছে।ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করে চলেছে বলেও তিনি দাবি করেন।কাজের নিরিখেই ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকার জনগণ বিজেপিকে জেলা পরিষ

সর্বকালের সেরা হতে রোনালদোর দরকার ৮ গোল

আলি দাইয়ি এত দিন ছিলেন সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে। ১০৯ গোল নিয়ে এখনো ইরানের এই স্ট্রাইকারই আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বোচ্চ গোলদাতা। তবে সিংহাসনটা খুব বেশি দিন ইরানের সাবেক তারকার থাকবে বলে মনে হয় না। আন্তর্জাতিক ফুটবলে গোলের শিখরে ওঠার দিকে খুব দ্রুতই এগিয়ে যাচ্ছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। গতকাল অ্যান্ডোরার সঙ্গে প্রীতি ম্যাচে একটি গোল করে সেদিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছেন পর্তুগাল অধিনায়ক।দল জিতেছে ৭-০ গোলে। অ্যান্ডোরার সঙ্গে খেলা, তা—ও আবার প্রীতি ম্যাচে। পর্তুগালের কোচ ফার্নান্দো সান্তোস রোনালদোকে তাই একাদশে না রেখে একটু বিশ্রাম দিয়েছিলেন। কিন্তু বিরতির পর তাঁকে মাঠে নামান কোচ। মারিও রুইয়ের ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে স্কোরশিটে নাম লেখান ৮৫ মিনিটে। পর্তুগালের হয়ে এটি তাঁর ১০২তম গোল। আলি দাইয়িকে ছাড়িয়ে যেতে আর মাত্র ৮টি গোল লাগবে রোনালদোর।এ মাসে আরও দুটি ম্যাচ খেলবে পর্তুগাল। দুটি ম্যাচই উয়েফা নেশনস লিগে। আগামী শনিবার নিজেদের মাঠে তারা মুখোমুখি হবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের। ১৭ নভেম্বর পর্তুগালকে নিজেদের মাঠে আতিথেয়তা দেবে ক্রোয়েশিয়া। অ্যান্ডোরার সঙ্গে প্রীতি ম্যাচের আগে রোনালদো পর্তুগালের হয়ে সর্বশেষ মাঠে নেমেছিলেন গত ১১ অক্টোবর। উয়েফা নেশনস লিগে ফ্রান্সের বিপক্ষে ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র করেছিল পর্তুগাল। করোনা আক্রান্ত হওয়ায় সুইডেনের বিপক্ষে পরের ম্যাচে খেলতে পারেননি রোনালদো। তাঁকে ছাড়াই ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিতেছিল পর্তুগাল।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকার শীর্ষ ৯—এ রোনালদো ছাড়া বর্তমান ফুটবলারদের আর কেউ নেই। ৮৪ গোল নিয়ে তৃতীয় স্থানে কিংবদন্তি হাঙ্গেরিয়ান ফরোয়ার্ড ফেরেঙ্ক পুসকাস। চতুর্থ স্থানে থাকা জাম্বিয়ার সাবেক ফুটবলার গডফ্রে চিতালুর গোল ৭৯টি। তর্ক সাপেক্ষে সর্বকালের সেরা ফুটবলার পেলের আন্তর্জাতিক গোল ৭৭টি। ব্রাজিলের হয়ে তিনটি বিশ্বকাপ জেতা পেলে আছেন তালিকার ষষ্ঠ স্থানে।

বর্তমান খেলোয়াড়দের মধ্যে রোনালদোর পরই আছেন ভারতের সুনীল ছেত্রী (৭২ গোল)। ভারতীয় স্ট্রাইকার আছেন তালিকার ১০—এ। এই সময়ের খেলোয়াড়দের মধ্যে এরপরই আছেন আর্জেন্টিনার মহাতারকা লিওনেল মেসি ও ব্রাজিলের ফরোয়ার্ড নেইমার। আর্জেন্টিনার হয়ে ১৪০ ম্যাচ খেলে ৭১ গোল করেছেন মেসি। আর নেইমারের গোল ৬৪টি। ব্রাজিলের জার্সিতে খেলা সর্বশেষ ম্যাচে পেরুর বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করে তিনি ছাড়িয়ে গেছেন কিংবদন্তি স্ট্রাইকার রোনালদোকে। ব্রাজিলের হয়ে ৯৮ ম্যাচ খেলা রোনালদোর গোল ৬২টি। ৬৪ গোল করতে নেইমার ব্রাজিলের হয়ে খেলেছেন ১০৩ ম্যাচ।আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকার শীর্ষ ৯—এ রোনালদো ছাড়া বর্তমান ফুটবলারদের আর কেউ নেই। ৮৪ গোল নিয়ে তৃতীয় স্থানে কিংবদন্তি হাঙ্গেরিয়ান ফরোয়ার্ড ফেরেঙ্ক পুসকাস। চতুর্থ স্থানে থাকা জাম্বিয়ার সাবেক ফুটবলার গডফ্রে চিতালুর গোল ৭৯টি। তর্ক সাপেক্ষে সর্বকালের সেরা ফুটবলার পেলের আন্তর্জাতিক গোল ৭৭টি। ব্রাজিলের হয়ে তিনটি বিশ্বকাপ জেতা পেলে আছেন তালিকার ষষ্ঠ স্থানে।বর্তমান খেলোয়াড়দের মধ্যে রোনালদোর পরই আছেন ভারতের সুনীল ছেত্রী (৭২ গোল)। ভারতীয় স্ট্রাইকার আছেন তালিকার ১০—এ। এই সময়ের খেলোয়াড়দের মধ্যে এরপরই আছেন আর্জেন্টিনার মহাতারকা লিওনেল মেসি ও ব্রাজিলের ফরোয়ার্ড নেইমার। আর্জেন্টিনার হয়ে ১৪০ ম্যাচ খেলে ৭১ গোল করেছেন মেসি। আর নেইমারের গোল ৬৪টি। ব্রাজিলের জার্সিতে খেলা সর্বশেষ ম্যাচে পেরুর বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করে তিনি ছাড়িয়ে গেছেন কিংবদন্তি স্ট্রাইকার রোনালদোকে। ব্রাজিলের হয়ে ৯৮ ম্যাচ খেলা রোনালদোর গোল ৬২টি। ৬৪ গোল করতে নেইমার ব্রাজিলের হয়ে খেলেছেন ১০৩ ম্যাচ।

পেছাচ্ছে না ম্যাচ

ইউরোপিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতায় উয়েফার নিয়ম অনুযায়ী কোনো দলে একজন গোলকিপারসহ ১৩ জন খেলোয়াড় সুস্থ থাকলেই যেকোনো ম্যাচ হওয়ার কথাইউরোপের ফুটবল আকাশে চ্যাম্পিয়নস লিগ নিয়ে আবার সংশয়ের ঘনঘটা দেখা দিয়েছিল। কারণ, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদে করোনার হানা। গত শনিবার দলটির দুজন খেলোয়াড় আনহেল কোরেয়া ও সিমে ভরসালিয়োকোর করোনা ধরা পড়েছে। তবে এ দুজনের করোনা ধরা পড়ার কারণে পেছাচ্ছে না কোয়ার্টার ফাইনালে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ও রেড বুল লাইপজিগের ম্যাচটি। আগের সূচি অনুযায়ী ম্যাচটি আগামী বৃহস্পতিবারই হবে বলে আজ জানিয়েছে ইউরোপের ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা উয়েফা।আজ দলের বাকি খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ ও সাপোর্ট স্টাফের করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ আসাই এর কারণ। ইউরোপিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতায় উয়েফার নিয়ম অনুযায়ী কোনো দলে একজন গোলকিপারসহ ১৩ জন খেলোয়াড় সুস্থ থাকলেই যেকোনো ম্যাচ হওয়ার কথা। অ্যাটলেটিকো-লাইপজিগ ম্যাচটি সূচি অনুযায়ী হওয়া নিয়ে উয়েফার এক মুখপাত্র বলেছেন, 'ম্যাচটি সূচি অনুযায়ী হবে। এ ছাড়া এই মুহূর্তে আমরা আর কিছু বলতে পারব না।'চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে এরই মধ্যে বাদ পড়েছে রিয়াল মাদ্রিদ, লিভারপুল, জুভেন্টাসের মতো দল। কোয়ার্টার ফাইনালে বাদ পড়বে বার্সেলোনা ও বায়ার্ন মিউনিখের মধ্যে যেকোনো এক পরাশক্তি। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে অ্যাটলেটিকো হয়তো নিজেদের ইতিহাসের প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের স্বপ্ন দেখছে। এর মধ্যেই দুজন খেলোয়াড়ের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর আসায় আশার সে বেলুনটা একটু চুপসেই যাওয়ার কথা অ্যাটলেটিকোর। দুজনের করোনাভাইরাস থাকলে অন্যদেরও সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা করছিল অনেকেই। কিন্তু সেটা হয়নি। তাই হয়তো হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন অ্যাটলেটিকোর কোচ ডিয়েগো সিমিওনে।চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে পর্তুগালের লিসবনে পাড়ি জমাবে অ্যাটলেটিকো। লিসবনগামী ৯৩ সদস্যের সে দলটার করোনা পরীক্ষা করা হয় যাত্রার আগে। সে পরীক্ষাতেই ধরা পড়ে করোনার অস্তিত্ব। এখন ওই দুই খেলোয়াড়কে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। তবে প্রক্রিয়ার শেষ এখানেই নয়। লিসবনে নামার সঙ্গে সঙ্গে বাকিদের আবার পিসিআর পরীক্ষা করা হবে। করোনা আক্রান্ত দুজনের সান্নিধ্যে যাঁরা সবচেয়ে বেশি ছিলেন তাঁদের বের করা হবে। যে কারণে অনুশীলন সূচি, পর্তুগালের রাজধানীতে থাকার জায়গা, ও যাত্রার সকল কার্যক্রমে পরিবর্তন এসেছে।অ্যাটলেটিকো এক বিবৃতেতে বলেছে, 'নতুন পরিকল্পনা খুব শিগগিরই উয়েফাকে জানানো হবে, জানানো হবে বাকি সবাইকেও।'

'ম্যারাডোনা আমার বন্ধু, তবে সেরা পেলে'

করোনাভাইরাসের আগ্রাসন না থাকলে হয়তো ভিডিও সভায় নয়, সরাসরিই দেখা হতো তাঁর সঙ্গে। এর আগে লিভারপুলের পৃষ্ঠপোষক স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সৌজন্যে বাংলাদেশের লিভারপুল ভক্তরা সুযোগ পেয়েছেন ক্লাবের দুই কিংবদন্তি জন বার্নস ও রবি ফাওলারকে দেখার। কিন্তু করোনার কারণে এবার তো তা সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশের দুটি জাতীয় দৈনিকের সঙ্গে তাই ইয়ান রাশের ভিডিও সাক্ষাতের সুযোগ করে দিল লিভারপুলের পৃষ্ঠপোষক স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক।সদা হাস্য লিভারপুল কিংবদন্তি সাক্ষাৎকারজুড়েই ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত। কখনো কৌতুকে হাসতে বাধ্য করছেন, তো কখনো নিজে হাসছেন স্মিত হাসি। তা ইয়ান রাশ যখন সামনে, প্রশ্ন তো বাঁধ মানে না। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশ্ন করার তাড়া, কিন্তু কত প্রশ্নই তো করার আছে! জানার আছে কত কিছু! তাঁর নিজের গল্প, লিভারপুলের অতীত-বর্তমান, ৩০ বছরের অপেক্ষার শেষ টেনে ইয়ুর্গেন ক্লপের লিভারপুলের এবার ইংলিশ লিগ জয়ের অনুভূতিকথা কী আর শেষ হতে চায়!পুরোটা সময়জুড়ে রাশ যেন ছিলেন লিভারপুলের জার্সি গায়ে দিনগুলোতে প্রতিপক্ষ গোলপোস্টের সামনের 'রাশে'র মতোই স্বচ্ছন্দ, প্রাণোচ্ছল, স্বতঃস্ফূর্ত। তা লিভারপুল নিয়ে তো অনেক কথা হয়েছেই, তাঁর প্রাণের ক্লাবটার বাইরের কিছু প্রসঙ্গও চলে এসেছে আলোচনায়। মেসি না রোনালদো, পেলে না ম্যারাডোনা যেমন। এমন একজন কিংবদন্তিকে পেয়ে চিরন্তন এই বিতর্কগুলোতে তাঁর বিশ্লেষণ, পছন্দ-অপছন্দ না জানলে চলে!প্রশ্ন হয়েছিল পেলে-ম্যারাডোনা বিতর্ক নিয়ে। রাশ লিভারপুলে দুই মেয়াদের মাঝে ১৯৮৬-৮৭ মৌসুমটা খেলেছেন ইতালির ক্লাব জুভেন্টাসে। মাত্রই আর্জেন্টিনাকে ছিয়াশি বিশ্বকাপ জেতানো ডিয়েগো ম্যারাডোনা তখন নাপোলিতে আলো ছড়াচ্ছেন। তা ম্যারাডোনা তো তাঁর সময়েরই খেলোয়াড়, একসঙ্গে মাঠে অনেক স্মৃতি আছে, সামনে থেকেই খেলতে দেখেছেন। আর পেলেকে রাশ দেখেছেন শৈশবে। দুজনের মধ্যে কাকে এগিয়ে রাখবেন তিনি?প্রশ্নটা শুনে ভিডিওর ও প্রান্তে দেখা মেলে ৫৮ বছর বয়সী ওয়েলশ কিংবদন্তির হাসির। বললেন, 'এ দুজনের মধ্যে একজনের নাম নেওয়া মেসি-রোনালদোর মধ্যে কে সেরা, সে প্রশ্নের মতো হয়ে যায় অনেকটা। পেলে আমার সব সময়ের নায়ক।

'শোয়েব আখতার দ্বিতীয় সারির অভিনেতা'

২০০২ সালে শারজাতে শোয়েব আখতারকে দ্বিতীয় সারির অভিনেতা বলেছিলেন ম্যাথু হেইডেন।

ক্রিকেট মাঠে শোয়েব আখতার ও ম্যাথু হেইডেনের দ্বৈরথ ছিল দেখার মতো। পাকিস্তানের শোয়েবের গতির ঝড়ের জবাবটা ব্যাট হাতে ভালোই দিতেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার হেইডেন। ব্যাট-বল ছাপিয়ে তাঁদের লড়াইটা মুখেও চলত। শারজায় অনুষ্ঠিত এক টেস্টে শোয়েবকে দ্বিতীয় সারির অভিনেতা বলেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ব্যাটসম্যান। অস্ট্রেলিয়ার এক গণমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি কথা বলেছেন হেইডেন।২০০২ সালে শারজায় টেস্ট সিরিজে মুখোমুখি হয়েছিল পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া। সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার সামনে একেবারেই অসহায় আত্মসমর্পণ করেছিল পাকিস্তান। ইনিংস ও ১৯৮ রানে হেরেছিল তারা। দুই ইনিংসে পাকিস্তান রান করেছিল ৫৯ ও ৫৩। সেঞ্চুরি করে সেই টেস্টে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন হেইডেন। সে ম্যাচে হেইডেনের মনযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে তাঁকে নানাভাবে স্লেজিং করেছিলেন শোয়েব।

১৮ বছর আগের সেই ম্যাচে শোয়েবের সঙ্গে মাঠে কী হয়েছিল, সেই স্মৃতি রোমন্থন করেছেন হেইডেন, 'আমি আখতারকে শুরু থেকেই "বি" গ্রেডের অভিনেতা বলে ডেকেছিলাম। শারজায় দুপুরে ৫৮ ডিগ্রিরও বেশি তাপমাত্রায় খেলা হচ্ছিল। হাঁটার সময় আখতার আমাকে খুব খারাপ ভাষায় বলেছিল "আজ আমি তোমাকে খুন করতে যাচ্ছি।" আমিও তির্যক ভাষায় বলেছিলাম, "আমি সেই চ্যালেঞ্জের অপেক্ষায় আছি। এর জন্য তুমি তিন ওভার বা ১৮টি বল পেতে যাচ্ছ।"সেদিন আখতারের মুখের ওপর জবাব দিয়েই থামেননি হেইডেন, দায়িত্বে থাকা ভারতের আম্পায়ার ভেঙ্কটরাঘবনের কাছে অভিযোগও করেছিলেন। এর প্রেক্ষিতে শোয়েবকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন আম্পায়ার। সে বিষয়ে হেইডেন বলেন, 'শোয়েব খুব বাজে ব্যবহার করছিল। কিন্তু সেটা আম্পায়ার ভেঙ্কটকে কীভাবে বলব, সেটা ভাবছিলাম। অনুভব করছিলাম, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে কোনো ভালোবাসা নেই।'শেষ পর্যন্ত আম্পায়ারের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হেইডেন, 'আমি শোয়েবের বোলিং মার্কে গিয়ে বলেছিলাম, ১ থেকে ১৮ পর্যন্ত বল গুনছি। একবার তো শোয়েব দৌড়ে এসে যখন বল করবে, আমি সরে যাই। সে আমার দিকে দৌড়ে এসে বলে, "সমস্যা কী? " আমি বলেছিলাম, "আমার সমস্যা আছে। " আমি আম্পায়ার ভেঙ্কটকে গিয়ে বললাম, "খেলার নিয়ম অনুযায়ী কেউ শিষ্টাচার পরিপন্থী হয়ে দৌড়ে এসে আমাকে গালি দিতে পারে না।"সেই ম্যাচে ২৫৫ বলে ১১৯ রান করেছিলেন হেইডেন। তাঁর উইকেটটি নিতে পারেননি শোয়েব। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে ৯২.১ ওভারের মধ্যে শোয়েব বল করেছিলেন ১৪ ওভার। ৪২ রান দিয়ে নিয়েছেন ১ উইকেট।

খেলা শুরুর অনুমতি মিলেছে ফেডারেশনগুলোর

অবশেষে জেগে উঠতে শুরু করেছে ক্রীড়াঙ্গন। করোনায় স্থগিত হওয়া খেলাধুলা ও অনুশীলন শুরুর জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে গত মাসে অনুমতি চেয়েছিল যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। অবশেষে খেলোয়াড়দের মাঠে ফেরার অনুমতি দিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। আজ ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এই পরামর্শের চিঠি হাতে পেয়েছে। খেলোয়াড়দের অনুশীলনের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সবগুলো ফেডারেশনে দ্রুত চিঠি পাঠাবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)।এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে এনএসসি সচিব মাসুদ করিম প্রথম আলোকে বলেন, 'বিভিন্ন ক্রীড়া অ্যাসোসিয়েশন ও ফেডারেশন আমাদের জানিয়েছে যে তারা খেলা শুরুর জন্য মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত। এ বিষয়টি আমরা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছিলাম। মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদনের জন্য বিষয়টা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সেই অনুমতি আমরা পেয়ে গেছি। খুব দ্রুত আমরা এ—সংক্রান্ত নির্দেশনার কথা সব ফেডারেশনকে জানিয়ে দেব। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া কোভিড-১৯—এর সব রকমের স্বাস্থ্যবিধি মেনেই খেলোয়াড়েরা মাঠে নামতে পারবে।'স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক পৃষ্ঠার স্বাস্থ্যবিধিতে ১২টি নির্দেশনা রয়েছে খেলোয়াড় ও ফেডারেশনগুলোর জন্য। খেলা ও অনুশীলন শুরুর আগে মহামারি প্রতিরোধক সরঞ্জাম মাস্ক, গ্লাভস, জীবাণুনাশক অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। খেলোয়াড়, কোচ, ম্যানেজমেন্ট কমিটির সবার নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে। মাঠে ঢোকার আগে খেলোয়াড়, কোচসহ সবার তাপমাত্রা পরীক্ষা করাতে হবে। অনুশীলন ক্যাম্পে থাকার সময় পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে খাবার গ্রহণ করতে হবে। একজনের ব্যবহারের জিনিস আরেকজন ব্যবহার করতে পারবেন না।

অবশ্য এরই মধ্যে বিসিবির অনুমতি নিয়ে ক্রিকেটাররা নিজ উদ্যোগে অনুশীলন শুরু করেছেন। বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপ বাছাই উপলক্ষে জাতীয় দলের ফুটবলারদের ক্যাম্পও শুরু হয়েছে। এ ছাড়া বিমানবাহিনীর তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছে হকি খেলোয়াড়দের ক্যাম্প। আর্চারি ৬ আগস্ট ক্যাম্প শুরু করতে চাইলেও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অপেক্ষায় ছিল এত দিন।

অনুমতি মেলার পর ১৪ আগস্ট গাজীপুর শহীদ আহসানউল্লাহ স্টেডিয়ামে সব আর্চারকে রিপোর্ট করতে হবে। আর ১৭ আগস্ট হবে সবার করোনা পরীক্ষা। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আদেশ পেয়ে খুশি আর্চারি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কাজী রাজীব উদ্দীন, 'অবশেষে আমরা অনুমতি পেয়েছি অনুশীলনের। খেলোয়াড়েরা সবাই খুব খুশি। স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমরা অনুশীলন শুরু করতে চাই।'

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-35/EE/RDAD/2020-21 Dt. 06/01/2021

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender in PWD Form No. 7 in two bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 19/01/2021 for the following works: (1) "Major m:,ntenance of Internal Electrification at Haveli Museum at Chaturdash Devta Mandir under West Tripura (As per PWD SOR Electrification-2017)". ECV: T2,42, /17..,0 (2) "Internal Electrification of Girls' Hostel at Women's College (First floor), Agartala, West Tripura (As per PWD SOR Electrification-2017)". ECV: 72,81,909.00. (3) "Extension of room attached to Director Chamber under SC Welfare Directorate, Agartala during the year 2020-21/5H:-Aluminium partition walls, tiles work, false ceiling & painting in/c P. S. room etc". ECV: 1,18,559.00 Bid shall be uploaded in two-bid system - (i) Technical bid and (ii) Financial bid. Technical bids shall be opened first and after completion of technical evaluation, price/financial bids in respect of technically acceptable offers only shall be opened. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and co t_at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum/Memorandum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

ICA/C-2720/2020-21

2" CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, it has been brought to the notice of the undersigned by Sri. Sukanta Das, Fr. I/c FPU Jampuijala, Vide his OR No.28/FPU-JMPJ/2019-20, dt.15.11.2019 which was forwarded by the SDFO Bishalgarh vide No.F.7-76/SDFO-BLG/OR/Confiscation/For-2019-20/4882-884, dt.11/12/2019, has seized a vehicle bearing Registration No.TR03-A-4027 (TATA Magic) from Bishramganj Bastoli area on 15/11/2019 at about 12:30 PM for illegally carried Generator in Sawmill Spot & round timber over 0.282 cum.Upon enquiries by I/c FPU Jampuijala it was found that the said vehicle carried Generator in Sawmill Spot & round timber over 0.282 cum without permission of Forest Department. Then the said vehicle had been detained in the safe custody as the said vehicle was involved in illegal carrying of Forest Produce.

2. AND WHEREAS, the vehicle bearing Registration No.TR03-A-4027 (TATA Magic) illegally carried Generator in Sawmill Spot & round timber over 0.282 cum without permission of Forest Department and the said round timber and alongwith vehicle were seized by Sri. Sukanta Das, Fr. I/c FPU Jampuijala under section 41, 42 of Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986 and brought to the safe custody at CharilamiRange Office Complex.

3. AND WHEREAS, in exercise of the powers conferred upon me vide Notification No.F.13(103)/For/Est-t-2014/50223-297 dt,12/02/2015 of the Forest Department, Government of Tripura as Authorized Officer for the purpose of above .!nentioned Indian Forest Act 1927, it is contemplated to confiscate the _seized vehicle bearing Registration No.TR03-A-4027 (TATA Magic) for the commission of Forest Offence under section 41,42 and 52(A) of Indian Forest Act,1927 and under Tripura rules notified vide Notification No.F.7/44.FP/90No1-11/22795 dt.07/05/1990 of Government of Tripura.

4. NOW THEREFORE, it is hereby brought to the notice of the authorized owner of the said vehicle bearing Registration No.TR03-A-4027 (TATA Magic) to prefer his/her/their claim over the vehicle to the Authorized Officer (District Forest Officer) Sepahijala District within 30(thirty) days from the date of issue of this notice either by his/her/their legally authorized person along with all relevant documents in original regarding lawful ownership of the said vehicle.

5. If the owner of the vehicle or their authorized representative fails to prefer any ctaim for the seized vehicle before the undersigned within the stipulated period, the decision regarding the confiscation of the said vehicle shall be taken ex-parte.

Issued under my seal and signature of this day the R.1../..1./2020.

[A.Das, IFS]
Authorized Officer District Forest Officer
Sepahijala District

ICA/D-1228/2020-21

আই টি আই খোয়াই-তে Walk in Admission এর বিজ্ঞপ্তি

ভারত সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন ও শিল্পসংগঠন মন্ত্রণালয়ের অধীন DGT, ৪ই জানুয়ারী ২০২১ ইং এক চিঠিমূলে ২০২০-২১ ইং শিক্ষাবর্ষে ভর্তির তারিখ আগামী ১৬ই জানুয়ারী ২০২১ ইং পর্যন্ত বর্ধিত করেছে। তাই শিল্প বিভাগের অধীনস্থ আই টি আই খোয়াইতে নিম্নলিখিত ট্রেডগুলোর কিছু খালি আসনে প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে ভর্তির জন্য পুনরায় সবশ্রম আহ্বান করা হচ্ছে।

1)আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময়কাল : ১৩ই জানুয়ারী ২০২১ ইং সকাল ১১ ঘটিকা থেকে বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত।

2)কাউন্সিলিং-এর স্থান, তারিখ ও সময় : আই টি আই খোয়াই, ১৩ই জানুয়ারী ২০২১ইং বেলা ৩.৩০ থেকে ৫.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।

3) ১৩ই জানুয়ারী ২০২১ইং বেলা ৩.৩০ ঘটিকায় Provisional Merit List আই টি আই খোয়াই-এর Notice Board-এ দেওয়া থাকবে।

4) মেধা তালিকার ক্রম অনুসারে এবং ত্রিপুরা সরকারের আসন সংরক্ষণ বিধি অনুযায়ী কাউন্সেলিং-এ ট্রেড/আসন বণ্টন করা হবে।

5) কাউন্সিলিং চলাকালীন সময়ে প্রার্থীদের নির্দিষ্ট স্থানে থাকতে হবে। কাউন্সিলিং-এর জন্য নাম ডাকার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থীকে দলিলপত্র জমা দেওয়ার সময় প্রদত্ত অরিজিনাল TOKEN ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অরিজিনাল কাগজপত্রসহ বোর্ডের সামনে এসে হাজির হতে হবে নতুবা তাকে অনুপস্থিত হিসেবে গণ্য করা হবে এবং মেধা তালিকার ক্রম অনুসারে পরবর্তী জনকে সুযোগ দেওয়া হবে। অনুপস্থিত প্রার্থীকে পরবর্তী সময়ে ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে না।

6) কাউন্সিলিং-এ আসনপ্রাপ্ত প্রার্থীদের ঐদিনই Caution Money 1000(এক হাজার) টাকা (নগদ), মাধ্যমিকের মার্কশিট ও পাশ সার্টিফিকেট (অষ্টমশ্রেণ পাশের প্রশংসাপত্র), 2 কপি ফটো, AADHAAR Card, Bank Pass Book ও অন্যান্য সমস্ত সার্টিফিকেটের স্ব-প্রত্যয়িত কপিসহ ভর্তি হতে হবে।

7) Drop-out প্রশিক্ষনার্থীদের Caution Money ফেরত দেওয়া হবে না।

8)অন্যান্য শর্তাবলী ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিগুলির ন্যায় হবে।

আসন সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল :

ক্রমিক নং	ট্রেডেনাম	মোট খালি আসনসংখ্যা	এস. টি.	এস.সি.	অসংরক্ষিত	প্রশিক্ষনের সময়কাল	শিক্ষাগত যোগ্যতা
1	Mason (Building Constructor)	40	13 [PWD - Hearing Impairment-01]	06	21 [Ex-Servicemen-01 & PWD-Blindness/Low Vision-01]	1 বৎসর	অষ্টমশ্রেণী উত্তীর্ণ।
2	Pump Operator cum Mechanic	04	02 [Ex-Servicemen-01]	01 [PWD-Blindness or Low Vision-01]	01 [PWD-Locomotor Disability or Cerebral Palsy-01]	1 বৎসর	অংক ও বিজ্ঞানসহ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ।
3	Computer Operator and Programming Assistant	04	01	02	01 [PWD-Blindness or Low Vision]	1 বৎসর	মাধ্যমিক উত্তীর্ণ।

বিঃ দ্রঃ

*১৩ই জানুয়ারী ২০২১ ইং তারিখের Walk in Admission পরও যদি কোন আসন খালি থাকে তবে আগামী ১৬ই জানুয়ারী ২০২১ ইং তারিখে সকাল ১১ টা থেকে 'আগে এলে আগে পাবেন' এই ভিত্তিতে পূরণ করা হবে।

**ভর্তির ফর্মের নমুনা আই টি আই খোয়াইয়ের Notice Board -এ পাওয়া যাবে।

(হেওরি কার্পিন)
অধ্যক্ষ
আই টি আই, খোয়াই
সোনাতলা, খোয়াই ত্রিপুরা।

ICA/D-1234/2020-21

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 10/R/EE-V/AGT/PWD(R&B)/20-21

The Executive Engineer, Agartala Division No-V, PWD(R&B), Agartala, Tripura(West).invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 25.01.2021 for the following work:

SL NO	DNIT NO. OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Package No:3 i) Improvemest of road from Agartala Bishalgarh road (Dukli block office) to SIPARD via Chowringe School under Scheme for Special Assistance to States for Capital Expenditure in 2020-21. ii) Brick soled Roads to be converted to all weather road by paver blocks/ Road from Hapania Madhya para Road (Near Gita Jewallary) to Singha mura Road via Durga pare, at Hapania under scheme for special Assistance to states for capital expenditure in 2020-21. iii) Brick soled Roads to be converted to all weather road by paver blocks/ Road from Hapania School (Old) near NH8 to T.M.C Hospital Road (Near Cold Storage) via Sukantapalli, at Hapania under scheme for special Assistance to states for capital expenditure in 2020-21." DNIeT.No.23/CE/PWD(R&B)/ACE(P&D)/2020-21)	Rs. 6,93,17,074.00	Rs. 6,93,171.00	18(Eighteen) months	Up to15.00 Hrs on 25.01.2021	At 16.00 Hrs on 27.01.2021 (If Possible)	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in the office of the undersigned & may visit : https://tripuratenders.gov.in. For and on behalf of the Governor of Tripura.

(Er. S.K.Nath)
Executive Engineer - Agartala Division
No.V, PWD(R&)
Agartala, West Tripura.

ICA/C-2714/2020-21

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

১২ জানুয়ারি কৈলাসহরে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। আগামী ১২ জানুয়ারি কৈলাসহরে উদযাপন করা হবে কৈলাসহর মহকুমা ভিত্তিক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষে ৬ জানুয়ারি কৈলাসহর মহকুমা তথ্য ও সংস্ক'তি কার্যালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা শিক্ষা কার্যালয়ের ও এস ডি সুবোধ দেববর্মা, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। সভায় সভাপতিত্ব করেন বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক দিব্যেন্দ শেখর দত্ত। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, আগামী ১২ জানুয়ারী ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে মহকুমাভিত্তিক বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হবে। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিক'তিতে মাল্যদানের মাধ্যমে বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের সূচনা করা হবে। অনুষ্ঠানে থাকবে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী বিষয়ক বক্ত'তা প্রতিযোগিতা ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি শ্যামল দাস।

অটল জলধারা বিলোনীয়াতে ৫,৪৮৭ পরিবারে পানীয়জলের সংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। বিলোনীয়া মহকুমায় অটল জলধারা প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি পরিশ্রত পানীয়জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই ৫, ৪৮৭ পরিবারের জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে চলতি বছর ভারতচন্দ্রনগর ব্লক এলাকায় ২, ২১০টি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। আরো ১,৬০৫টি পরিবারে জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ চলছে। রাজনগর ব্লক এলাকায় সংযোগ দেওয়া হয়েছে ২,৩৫৯টি বাড়িতে। আরও ৪,৭২৪টি পরিবারে জলের সংযোগ দেওয়ার কাজ চলছে। ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকার ১,৯১৮টি বাড়িতে এই প্রকল্পে জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে এবং আরও ৬,১৩৬টি বাড়িতে সংযোগ দেওয়ার কাজ চলছে। বিলোনীয়াস্থিত পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকারের কার্যালয় থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

মোহনপুরে পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ১২ জানুয়ারী মোহনপুরে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হবে। মহকুমা ভিত্তিক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উদযাপন, হাংরাই উৎসব ও পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে গতকাল মোহনপুর প'ায়েত সমিতির হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মোহনপুর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রীনা দেববর্মা। সভায় সিদ্ধান্ত হয় আগামী ১২ জানুয়ারি মোহনপুর মহকুমাভিত্তিক স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হবে মনতলা হাইস্কুল প্রাঙ্গণে। ১৮ জানুয়ারি মহকুমাভিত্তিক হাংরাই উৎসব পালন করা হবে কলাগাছিয়া হাইস্কুল প্রাঙ্গণে। ২১ জানুয়ারি পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন করা হবে মোহনপুর সাংস্ক'তিক ভবনে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি সভায় গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তুতি সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, মোহনপুর পুর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন মতিলাল দাস, সমাজসেবী তপন দত্ত, সমাজসেবী ভানুরুদ্র পাল এবং তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের প্রতিনিধি।।

সমস্ত আমেরিকানদের মতো, হাঙ্গামা ও হিংসার ঘটনায় ক্ষুব্ধ : ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): অনেক পরে হলেও, অবশেষে ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে হাঙ্গামা ও হিংসার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন আমেরিকার বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জানিয়ে দিলেন, সমস্ত আমেরিকানদের মতোই, ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে হাঙ্গামা ও হিংসার ঘটনায় তিনিও ক্ষুব্ধ। পাশাপাশি নিজের প্রেসিডেন্সি শেষ হচ্ছে মেনে নিয়ে, মসৃন পরিবর্তনেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ট্রাম্প। বুধবার নজিরবিহীন হিংসা ও হামলায় উত্তাল হয়েছিল ওয়াশিংটন ডিসি। ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে হামলা চালান ডোলাল্ড ট্রাম্পের হাজার হাজার অনুগামীরা। হিংসাত্মক ঘটনায় মৃত্যু হয় ৪ জনের।

ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে হিংসাত্মক ঘটনায় মার্কিন মুলুকের পাশাপাশি গোটা বিশ্ব ক্ষোভে ফেটে পড়ে। অবশেষে ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে হাঙ্গামার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ট্রাম্পও। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, 'সমস্ত আমেরিকানদের মতো, আমিও হিংসা ও হাঙ্গামায় হতাশ হয়েছি। বিল্ডিং সুরক্ষিত রাখার জন্য এবং অনুপ্রবেশকারীদের বাইরে বের করে দেওয়ার জন্য আমি তৎক্ষণাৎ ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করি। আমেরিকা সর্বদা আইন-শৃঙ্খলার দেশ হওয়া উচিত।' পাশাপাশি ডেমোক্র্যাট জো বাইডেনের জয় মেনে নিয়ে মসৃন পরিবর্তনেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ট্রাম্প। ট্রাম্পের কথায়, ২০ জানুয়ারি শপথ নিতে চলেছে নতুন প্রশাসন। আমার লক্ষ্য এখন মসৃন, সুশৃঙ্খল পরিবর্তন নিশ্চিত করা।

বদায়ু গণধর্ষণ-খুন মামলা : শিষ্যের বাড়ি থেকে ধৃত মূল অভিযুক্ত

বদায়ু (উত্তর প্রদেশ), ৮ জানুয়ারি (হি.স.): বেশ কিছু দিন লুকিয়ে থেকেও নিস্তার নেই। উত্তর প্রদেশের বদায়ুতে গণধর্ষণ ও খুনের মামলায় মূল অভিযুক্তকে অবশেষে গ্রেফতার করল পুলিশ। দু'জন অভিযুক্তকে আগেই গ্রেফতার করেছিল উত্তর প্রদেশ পুলিশ। কিন্তু, মূল অভিযুক্ত পুরোহিত সত্যনারায়ণের হদিশ পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষমেশ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশের গ্রামে এক শিষ্যের বাড়িতে ওই পুরোহিত গা ঢাকা দিয়েছিল।

গত রবিবার উত্তরপ্রদেশের বদায়ূঁ জেলার উঘৈতি থানা এলাকায় ওই ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ মদিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন ওই মহিলা। মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়া ৫০ বছরের ওই মহিলাকে (অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী) গাড়িতে তুলে নৃশংস অত্যাচার চালায় অভিযুক্তরা। ধর্ষণের পর তাঁর যৌনাঙ্গে লোহার রড ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করে ভেঙে দেওয়া হয় পাঁজরের হার। ভেঙে দেওয়া হয় তাঁর পা-ও। তারপর রক্তাক্ত অবস্থায় রাত ১১.৩০ মিনিট নাগাদ বাড়ির সামনের রাস্তায় মহিলার দেহ ফেলে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। তড়িঘড়ি নির্যাতিতাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি তাঁকে।

ঘটনার তদন্তে নেমে বুধবারই দু''জনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। কিন্তু, মূল অভিযুক্ত লুকিয়ে ছিল। অবশেষে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে শিষ্যের বাড়ি থেকে মূল অভিযুক্ত সত্যনারায়ণকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের মাথার দাম ধার্য করা হয়েছিল ৫০ হাজার টাকা। জেলা শাসক কুমার প্রশান্ত জানিয়েছেন, ''বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে উঘৈতি থানা এলাকায় একটি শিষ্যের বাড়িতে লুকিয়ে ছিল অভিযুক্ত মহন্ত (পুরোহিত), সেখান থেকেই তাকে গ্রেফতার করা হয়।''

সক্রিয় রোগী ৫,০০০ জন তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১,৫৬১

হায়দরাবাদ, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): নতুন করে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা কমেই চলেছে তেলেঙ্গানায়। দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৪৬ জন। মৃত্যুর সংখ্যাও কমছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্ত দু''জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৮৯,১৩৫ এবং এযাবৎ মৃত্যু হয়েছে ১, ৫৬১ জনের। তেলেঙ্গানায় দ্রুত বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতা হয়েছেন ২ লক্ষ ৮২ হাজার ৫৭৪ জন।

শুক্রবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৪৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে দু''জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩৯৭ জন। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২,৮২,৫৭৪ জন করোনা-রোগী। বৃহস্পতিবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৫ হাজার জন।

চরম বিশৃঙ্খলা কেরল বিধানসভায়, ওয়াকআউট কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের

তিরুবনন্তপুরম, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): চরম বিশৃঙ্খলার সাক্ষী হল কেরল বিধানসভা। মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন এবং স্পিকার পি শ্রীরামাকৃষ্ণণের ইস্তফার দাবি জানিয়ে রাজ্যপালের বক্তব্যকে বয়কট করল কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। শুক্রবার সকাল থেকে শুরু হয় কেরল বিধানসভার ২২ তম অধিবেশন। বাজেট অধিবেশনের শুরুতে বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে আসেন কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান। কিন্তু, রাজ্যপাল বক্তব্য শুরু করা মাত্রই কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন বিরোধীরা বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করেন। ফলে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় কেরল বিধানসভায়। রাজ্যপাল জানান, ''আমি নিজের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করছি। রাজ্যপাল তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করার সময় কোনও বাধা সৃষ্টি করা হবে না, এটাই প্রত্যাশিত।''

উল্লেখ্য, ডলার চোরাচালান মামলায় অভিযুক্ত কেরল বিধানসভার স্পিকার পি শ্রীরামাকৃষ্ণণ। স্পিকার এবং মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফার দাবি জানিয়ে এদিন রাজ্যপালের বক্তব্য বয়কট করে কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। ব্যানার ও পোস্টার নিয়ে স্পিকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধীরা। স্লোগানের মধ্যেই নিজের বক্তব্য শুরু করেন রাজ্যপাল। রাজ্যপাল বলেন, ''আপনারা ইতিমধ্যেই অনেক স্লোগান দিয়েছেন...আমাকে আর বাধা দেবেন না।'' এরইমধ্যে কথা বলতে চান বিরোধী নেতা রমেশ। কিন্তু, রাজ্যপাল তাঁর কথা শোনেননি। রাজ্যপাল তাঁর বক্তব্য চালিয়ে গেলে কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করে।

দৈনিক করোনা-সংক্রমণ ১৯ হাজারের নীচে, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ১,৫০,৫৭০

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে দৈনিক কোভিড-১৯ সংক্রমণ ও মৃত্যু ফের নিম্নমুখী। সংক্রমণ কমার পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ২০ হাজারের বেশি করোনা-রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০০,৩৭,৩৯৮ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৮,১৩৯ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,০৪, ১৩,৪১৭-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ২৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ২০,৫৩৯ জন। ২৩৪ বেড়ে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫০, ৫৭০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ২০, ৫৩৯ জন সুস্থ হওয়ার পর ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১, ০০,৩৭,৩৯৮ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৪৪৯ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ২,৬৩৪ জন।

ভারতে ১৭.৯৩-কোটি করোনা-টেস্ট, সক্রিয় রোগী কমে ২.১৬ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমল। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৪৪৯ জন করোনা-রোগী (২.১৬ শতাংশ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন। একইসঙ্গে ভারতে ১৭.৯৩ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৭,৯৩,৩৬,৩৬৪-এ পৌঁছে গেল। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৭ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার সারা দিনে) ভারতে ৯,৩৫,৩৬৯টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতে সুস্থতার হার প্রতিদিনই দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে। বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ২০,৫৩৯ জন, দেশে মোট সুস্থতার হার ৯৬.৩৯ শতাংশ। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫০, ৫৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ২৩৪ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০০,৩৭,৩৯৮ জন।

দাবাড়ু আর্শিয়ার সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয় সাংবাদিকদের মধ্যে এক দাবা প্রতিযোগিতা। সকাল ১১টায় আগরতলা প্রেস ক্লাবে এই দাবা প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিক দাবাড়ু আর্শিয়া দাস। তাছাড়া অন্যান্য উপস্থিত ছিলেন

ছবির পাতায় দেখুন

আমেরিকায় করোনা-প্রকোপ অব্যাহত, মৃত্যু আরও ৩,৯৯৮ জনের

ওয়াশিংটন, ৮ জানুয়ারি (হি.স.): মার্কিন মুলুকে আরও একটা খারাপ দিন! কোভিড-১৯ ভাইরাসে দৈনিক মৃত্যুর নিরিখে ফের রেকর্ড গড়ল আমেরিকা। একধাক্কায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ৩,৯৯৮ জনের। পাশাপাশি বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ২১.৪ মিলিয়নের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ০০০ জনের। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ২৪৬ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩,৯৯৮ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২১.৪ মিলিয়ন ছাড়িয়েছে, মার্কিন মুলুকে করোনা কেড়ে নিয়েছে ৩,৬৪,০০০ জনের প্রাণ।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ অনুষ্ঠানের আলোচনা চক্র মঞ্চে অতিথিরা। ছবি-নিজস্ব।

বামুটিয়ায় উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। বামুটিয়া ব্লকের মিটিং হলে গ্রাম প'ায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর গতকাল এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বামুটিয়া প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শীলা দাস সেন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি দেবদুলাল আচার্য, বামুটিয়া প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান পূজা মালাকার, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য সমরেশ বিশ্বাস, পাপিয়া দাস, প'ায়েত সমিতির সদস্য ও সদস্যাগণ, বিভিন্ন গ্রাম প'ায়েতের প্রধানগণ, ব্লকের বিডিও বৈষ্ণবী বিসবা এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় গ্রাম প'ায়েতের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সাতচাঁদ ব্লকে সার্টিফায়েড বীজ উৎপাদনের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। রেজিষ্ট্রার্ড গ্রোয়ার প্রোগ্রাম প্রকল্পে সাতচাঁদ ব্লকে চলতি অর্থবর্ষে এস আর আই পদ্ধতিতে ধান চাষের জন্য সার্টিফায়েড বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে ফাউণ্ডেশান বীজ দেওয়া হচ্ছে ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তর থেকে। এই কর্মসূচিতে সাতচাঁদ ব্লকের ঈন্দ্রনগর গ্রাম প'ায়েতের ১৫ হেক্টর জমি ধানের বীজ উৎপাদনের আওতায় আনা হবে। তাছাড়াও ব্লকের ইন্দ্রনগর ও বটতলা গ্রাম প'ায়েতের তিন হেক্টর জমি সরিষার সার্টিফায়েড বীজ উৎপাদনের আওতায় আনা হচ্ছে। ক'ষকদের কাছ থেকে ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তর উৎপাদিত বীজ ক্রয় করবে। সাতচাঁদ ক'ষি তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

থলিবাড়িতে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। সোনামুড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে সম্পতি কাঁঠালিয়া ব্লকের থলিবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে সিপাহীজলা জেলার এ ডি এম তমাল মজমদার, সোনামুড়ার মহকুমা শাসক সুব্রত মজমদার এবং কাঁঠালিয়া ব্লকের বি ডি ও সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের স্বার্থে বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। সভায় এলাকার শিক্ষা পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পানীয়জলের ব্যবস্থা এবং যাতায়াতের সুবিধার্থে রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শিবিরে ১৮৭ জনের কাছ থেকে এস টি ১৬৬টি পি আর টি সি সার্টিফিকেটের আবেদনপত্র জমা নেওয়া হয়। ৩০ জনকে ইনকাম ও ৬৩ জনকে ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এছাড়া স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ৫৭ জন রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র দেওয়া হয়।

বিলোনীয়ায় স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী উদযাপনের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। আগামী ১২ জানুয়ারি বিলোনীয়া মহকুমা ভিত্তিক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হবে। তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের উদ্যোগে এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহযোগিতায় বিলোনীয়ার পুরাতন টাউন হলে জন্মজয়ন্তী পালন করা হবে। এদিন সকালে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলী দাস দত্ত। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস, বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধণ, বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক বিশ্বজিৎ দেব এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌতম দত্ত গুপ্ত। সভাপতিত্ব করবেন জিলা পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি স্বপা মজমদার। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে থাকবে আলোচনাচক্র, সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান এবং উন্মক্ত ক্যুইজ প্রতিযোগিতা।

মোহনপুরে পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ১২ জানুয়ারী মোহনপুরে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হবে। মহকুমা ভিত্তিক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উদযাপন, হাংরাই উৎসব ও পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে গতকাল মোহনপুর প'ায়েত সমিতির হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মোহনপুর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রীনা দেববর্মা। সভায় সিদ্ধান্ত হয় আগামী ১২ জানুয়ারি মোহনপুর মহকুমাভিত্তিক স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হবে মনতলা হাইস্কুল প্রাঙ্গণে। ১৮ জানুয়ারি মহকুমাভিত্তিক হাংরাই উৎসব পালন করা হবে কলাগাছিয়া হাইস্কুল প্রাঙ্গণে। ২১ জানুয়ারি পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন করা হবে মোহনপুর সাংস্ক'তিক ভবনে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি সভায় গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তুতি সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, মোহনপুর পুর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন মতিলাল দাস, সমাজসেবী তপন দত্ত, সমাজসেবী ভানুরুদ্র পাল এবং তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের প্রতিনিধি।

পানিসাগরে জাতীয় ভোক্তা দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। খাদ্য জনসংভরণ ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তর এবং পানিসাগর মহকুমা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে ৬ জানুয়ারি জাতীয় ভোক্তা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনাচক্র পানিসাগর প'ায়েত সমিতি হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পানিসাগর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান স'য় দাস। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাস, ডিসি সাগর দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রদ্যোৎ নাথ। অনুষ্ঠানের মুখ্য আলোচক পানিসাগর এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী ও আইনজীবি সুব্রত কুমার নাথ জাতীয় ভোক্তা দিবস উদযাপনের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উদ্বোধকের ভাষণে প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান স'য় দাস সকল ভোক্তাদের তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকার জন্য আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন খাদ্য জনসংভরণ ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের মহকুমা আধিকারিক তরুণ বিকাশ তালুকদার।

১১ জানুয়ারি থেকে সাব্রমে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ১১ জানুয়ারি থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত সাব্রম মহকুমায় ক'ষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা হবে। এজন্য সাব্রমে তিনটি ধান সংগ্রহ কেন্দ্র খোলা হবে। রাজীবনগর স্কুল মাঠে ২২ জানুয়ারি থেকে ২৬ জানুয়ারি, ক'ষ্ণনগর প'ায়েত কার্যালয় মাঠে ১৭-২০ জানুয়ারি পর্যন্ত এবং ব্রজেন্দ্রনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে ১১ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ধান ক্রয় করা হবে। সকাল সাড়ে ৮টা থেকে প্রতিদিন এই ধান ক্রয় শুরু হবে। খাদ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে। সাব্রম মহকুমায় ১০০০ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হবে। এখন ক'ষকদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চলছে।

মেলাঘরে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী উদযাপন লক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। সোনামুড়া মহকুমা ভিত্তিক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠান আগামী ১২ জানুয়ারি সকাল ১১ টায় মেলাঘর কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। তথ্য ও সংস্ক'তি বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে এবং মেলাঘর পুরপরিষদের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস। প্রধান অতিথি হিসাবে সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস (দত্ত) এবং প্রধান আলোচক হিসাবে সোনামুড়ার কবি নজরুল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা তুহিনা মণ্ডল (মল্লিক) উপস্থিত থাকবেন। তাছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসাবে সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মেলাঘরে ঐদিন এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও সংগঠিত হবে। সম্পতি মেলাঘর পুর পরিষদের কনফারেন্স হলে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক